নূরলদীনের সারাজীবন

সবিনয় নিবেদন

নিজেকে দেয়া অনেকগুলো কাজের একটি এই যে, আমাদের মাটির নায়কদের নিয়ে নাটকের মাধ্যমে কিছু করা, নূরলদীনের সারা জীবন লিখে তার সূত্রপাত করা গেল। যে জাতি অতীত স্মরণ করে না, সে জাতি ভবিষ্যত নির্মাণ করতে পারে না। এই কাব্যনাট্যটি লিখে ফেলবার পর আমার আশা এই যে, এই মাটিতে জন্ম নিয়েছিলেন এমন যে সব গণনায়কদের আমরা ভুলে গিয়েছি তাদের আবার আমরা সমুখে দেখব এবং জানব যে আমাদের গণ—আন্দোলনের ইতিহাস দীর্ঘদিনের ও অনেক বড় মহিমার— সবার ওপরে, উনিশ শো একাত্তরের সংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

ইতিহাস থেকে আমি পেয়েছি নূরলদীন, দয়াশীল ও গুডল্যাডকে; কল্পনায় আমি নির্মাণ করে নিয়েছি আব্বাস, আম্বিয়া, লিসবেথ, টমসন ও মরিসকে। নুরলদীনের আত্মা ও প্রেরণা আমি ইতিহাসের ভেতর থেকে সংগ্রহ করেছি, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও মানসিক সংকট আমি সম্ভবপরতার ক্ষেত্র থেকে আবিষ্কার করে নিয়েছি।

ঐতিহাসিক সুপ্রকাশ রায় নামটি লিখেছেন— নূরুলউদ্দিন, আমরা বলব ওটা হবে নূরুদ্দিন, কিন্তু আমি ব্যবহার করেছি— নুরুলদীন, রংপুরের সাধারণ মানুষেরা যেমনটি উচ্চারণ করবে। রংপুরের আঞ্চলিক ভাষা এই কাব্যনাট্যে ব্যবহার করা হলেও, আমি চেষ্টা করেছি যথাসম্ভব বাঙালী সবার বোধগম্যতার ভেতরে থাকতে— অনেক শব্দের বেলায় নিকটতর পরিচিত রূপটি প্রয়েঅগ করেছি, যেমন 'বলিল'—এর জায়গায় 'বলিলোম' কিংবা 'সেঠায়'—এর জায়গায় 'সে ঠাঁই; একটি শব্দ 'ডিং খরচা'— ইতিহাসে আছে, নূরলদীন যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্যে এই নামে কৃষকদের কাছ থেকে চাঁদা দিতেন।

মনোযোগী পাঠক ও নাট্য নির্দেশক লক্ষ্য করবেন যে, এই কাব্যনাট্য লেখা হয়েছে খোলা আকাশের নিচে যে কোনো শাদামাটা চত্বরে অভিনীত হবার উপযুক্ত করে। নাট্যশালা বা মিলনয়তনে অভিনয় যদি করতে হয়, মঞ্চ অন্তত পক্ষে দর্শকের ভেতর পর্যন্ত প্রসারিত হওয়া জরুরী। প্রতিভাবান নির্দেশক যে কোনো ধরনের মঞ্চ এই কাব্যনাট্যের জন্যে ব্যবহার করতে পারেন। তিনি আর যাই করুন, আমার পরামর্শ, ছবির ফ্রেমের মতো মঞ্চ যেন কল্পনা না করেন। এবং তিনি তাঁর কল্পনা ও রোকবল অনুসারে লাল ও নীল কোরাসের সংলাপগুলো বিতরণ করবেন।

৫ই নভেম্বর ১৯৮২, ঢাকা **—সৈয়দ হক**

কুশীলব

নুরলদীন/কৃষক নেতা
আব্বাস/নুরলের বাল্যবন্ধু
দয়াশীল/গণবাহিনীর দেওয়ান
সুত্রধার/প্রস্তাবক
গুডল্যাণ্ড/রংপুরের কালেক্টর
মরিস/রেভেনিউ সুপারভাইজার
ম্যাকডোনাল্ড/কোম্পানীর ফৌজ অফিসার
আম্বিয়া/নুরলের স্ত্রী
লিসবেথ/টমসনের স্ত্রী
টমসন/কোম্পানীর কুঠিয়াল
লালকোরাস/গণবাহিনী
নীলকোরাস/কোম্পানী বাহিনী

স্থান

রংপুরের শহর, গ্রাম ও বনাঞ্চল

কাল

১১৮৯ বাংলা সাল

প্রস্তাবনা

শূন্য এবং সাধারণভাবে আলোকিত মঞ্চে সুত্রধার এসে প্রদক্ষিণ করতে করতে বলে।

সুত্রধার। নিলক্ষা আকাশ নীল, হাজার হাজার তারা ঐ নীলে অগণিত আর
নিচে গ্রাম, গঞ্জ, হাট, জনপদ, লোকালয় আছে উনসত্তর হাজার।
ধবলদুধের মতো জ্যোৎস্না তার ঢালিতেছে চাঁদ—পূর্ণিমার।
নষ্ট ক্ষেত, নষ্ট মাঠ, নদী নষ্ট, বীজ নস্ট, বড় নস্ট যখন সংসার
তখন হঠাৎ কেন দেখা দেয় নিলক্ষার নীলে তীব্র শিস
দিয়ে এত বড় চাঁদ?
অতি অকস্মাৎ
স্তব্ধতার দেহ ছিঁড়ে কোন ধ্বনি? কোন শব্দ? কিসের প্রপাত?
গোল হয়ে আসুন সকলে,
ঘন হয়ে আসুন সকলে,
আমার মিনতি আজ স্থির হয়ে বসুন সকলে।
অতীত হঠাৎ হাতে হানা দেয় মানুষের বন্ধ দরোজায়।
এই তীব্র স্বচ্ছ পূর্ণিমায়
নুরুলদীনের কথা মনে পড়ে যায়।
কালঘুম যখন বাংলায়
তার দীর্ঘ দেহ নিয়ে আবার নূরলদীন দেখা দেয় মরা আঙিনায়।
নূরলদীনের বাড়ি রংপুরে যে ছিল,
রংপুরে নূরলদীন একদিন ডাক দিয়েছিল
১১৮৯ সনে।
আবার বাংলার বুঝি পড়ে যায় মনে,
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন শকুন নেমে আসে এই সোনার বাংলায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার দেশ ছেয়ে যায় দালালেই আলখাল্লায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার স্বপ্ন লুট হয়ে যায়;
নুরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমার কণ্ঠ বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায়;
নূরলদীনের কথা মনে পড়ে যায়
যখন আমারই দেশে এ আমার দেহ থেকে রক্ত ঝরে যায়
ইতিহাসে, প্রতিটি পৃষ্ঠায়।
আসুন, আসুন তবে, আজ এই প্রশস্ত প্রান্তরে;
যখন স্মৃতির দুধ জ্যোৎস্নার সাথে ঝরে পড়ে,
তখন কে থাকে ঘুমে? কে থাকে ভেতরে?
কে একা নিঃসঙ্গ বসে অশ্রুপাত করে?
সমস্ত নদীর অশ্রু অবশেষে ব্রহউত্রে মেশে।
নূরলদীনেরও কথা যেন সারা দেশে
পাহাড়ী ঢলের মতো নেমে এসে সমস্ত ভাসায়,
অভাগা মানুষ যেন জেগে ওঠে আবার এ আশায়
যে, আবার নূরলদীন একদিন আসিবে বাংলায়,
আবার নূরলদীন একদিন কাল পূর্ণিমায়
দিবে ডাক, "জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়?'

বহুদূরে মহিষের শিঙা বেজে ওঠে। সুত্রধার দ্রুত বিদায় নেয়। মঞ্চে জ্যোৎস্নার ধবল আলো এসে পড়ে।

প্রথম দৃশ্য

আবার মহিষের শিঙার ধ্বনি। স্বপ্নবিষ্ট দু'জন লালকোরাস আসে। ঘাড়ে লাঠি ও পলো।

লালকোরাস। হয়, হয়,
মৈষের শিঙার ধ্বনি হয় বুঝি হয়।
মৈষের শিংার ধ্বনি আবার কি পাঁও ?

হামরা আবার কি পাঁও? হামরা আবার কি পাঁও?

এবার ঢাকের শব্দ শোনা যায়। আরো দু'জন লালকোরাস আসে।

লালকোরাস। হয়, হয়,
ঢাকের সংকেত বাদ্য হয় বুঝি হয়।
ঢাকের সংকেত বাদ্য আবার কি পাঁও?
হামরা আবার কি পাঁও? হামরা আবার কি পাঁও?

নূরলদীনের কণ্ঠ এবার ভেসে আসে।

নূরলদীন। জাগো বাহে—এ, কোনঠে সবা— য়।

আরো দু'জন লালকোরাস আসে।

লালকোরাস। হয়, হয়,
নূরলদীনের গলা হয় বুঝি হয়।
নূরলদীনের গলা আবর কি পাঁও?
হামরা আবার কি পাঁও? হামরা আবার কি পাঁও?

আবার নূরলদীনের কণ্ঠ ভেসে আসে।

নূরলদীন। এ---হে---বা---হে।

আরো দু'জন লালকোরাস আসে।

লালকোরাস। হয়, হয়,
কাতার বান্ধার ডাক হয় বুঝি হয়।
কাতার বান্ধার ডাক আবার কি পাঁও?
হামরা আবার কি পাঁও? হামরা আবার কি পাঁও?

সকলে এক সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সংকেতের উৎস ও উদ্দেশ্য খুঁজে চলে।

লালকোরাস। হয় হয় হয় হয়
হয় হয় হয় হয়।

শিঙা ঢাক কণ্ঠস্বর মিলে ঐক্যতান। দুরে, অন্ধকারে নীলকোরাস এসে জড়ো হতে থাকে।

লালকোরাস। ঢাকের সংকেত বাদ্য হয় বুঝি হয়,
মৈষের শিংার ধ্বনি হয় বুঝি হয়,
কাতার বান্ধার ডাক হয় বুঝি হয়,
নূরলদীনের গলা হয় বুঝি হয়,
হয় হয় হয় হয়
হয় হয় হয় হয়।

হঠাৎ নীলকোরাস অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। সব ধ্বনি স্তব্ধ হয়ে যায় মুহূর্তে। অট্টহাসি নির্মম অনুরণিত হয় কিছুক্ষণ। লালকোরাস একসঙ্গে কয়েক পা পিছিয়ে যায়।

লালকোরাস। হাসে কাঁই? কাঁই হাসে প্যাঁচার মতন?
কোনঠে? কোনঠে কাঁই? পরিচয় কন।
এক পাও আগান না, বাহে,
কোনো রব করিবার আগে,
সাবোধান, খাড়া হয়া রন।

আবার নীলকোরাসের অট্টহাসি।

লালকোরাস। এলাও হাসেন, বাহে? কাঁই, হাসে কাঁই?
আজি তার নিস্তার নাই।
যদি কোন মহাজন হন,
যদি কোনো জোতদার, গাঁতিদার হন,
কুঠিয়াল সাহেবের লাঠিয়াল হন,
এলাও নিশীথে আছে পুন্নিমার চান,

ভালে ভাল রাস্তা ধরি বাড়ি চলি যান।
আর যদি খাড়া হয়া রন,
যাঁই ক্যানে হন,
তবে রক্সা নাই, বাহে, আজি শ্যাষ দিন,
সর্দার নূরলদীন
নিবে আজি তোমার জীবন।

নীলকোরাস। নাই নাই সে নাই।
কোনঠে তোমার নূরলদীন, নাই নাই সে নাই।

লালকোরাস। কাঁই কইলে নাই?
সাহস থাকে আগান বাহে, মুখ দেখিতে চাই।

অট্টহাসি নিয়ে নীলকোরাস আলোয় এসে দাঁড়ায়।

লালকোরাস। হারে শালার শালা,
নীল ফেটাতে সাজ করিছ শালা?
কোম্পানীর ঐ নীলকুঠিতে নীলের বড় জালা,
উয়ার মধ্যে পলেয়া থাক, সময় আছে, পলা।

নীলকোরাস। হা হা, দিলেন কিবা শলা?
দেবী সিংয়ের ছাতু খায়া প্যাট ভরিছ শালা?
মোগলহাটে দেবী সিংয়ের ডেরা,
জান বাঁচেয়া, যা পলেয়া, মিছাও ক্যানে খাড়া?

নীলকোরাস। হা হা, থাকিম বাহে খাড়া।

লালকোরাস। হারে শালার শালা,
নাগাল পাইলে নুরলদীনে কাইটবে তোমার গলা।

নীলকোরাস। আছে আছে আছে
হামার নেতা নূরলদীন কাজীর হাটে আছে।

নীলকোরাস। তোমার নেতা নূরলদীন কাজীর হাটেও নাই।

লালকোরাস। আছে আছে আছে
হামার নেতা নূরলদীন পাংশাতে হে আছে।

নীলকোরাস। তোমার নেতা নূরলদীন পাংশাতেহেও নাই।

লালকোরাস। আছে আছে আছে
হামার নেতা নূরলদীন পাটোগ্রামে আছে।

নীলকোরাস। তোমার নেতা নূরলদীন পাটোগ্রামেও নাই।

লালকোরাস। আছে আছে আছে
হামার নেতা নূরলদীন ডিমলাতে হে আছে।

নীলকোরাস। তোমার নেতা নূরলদীন ডিমলাতেহেও নাই।

লালকোরাস। আছে আছে আছে
হামার নেতা নূরলদীন তামাম দ্যাশে আছে।
হামার নেতা নূরলদীন তামাম দ্যাশে আছে।
কাঁই কইলে নাই?

নীলকোরাস। নাই নাই সে নাই।
ভাসি গেইছে নূরলদীন দুধকুমারের জলে।
নাই নাই সে নাই
ডুবি গেইছে নূরলদীন তিস্তা নদীর ঢলে।
নাই নাই সে নাই
শুতিয়া আছে নূরলদীন কব্বরের ও তলে।
নাই নাই সে নই

তোমরা বসি স্বপন দ্যাখো, হামরা দ্যাখোঁ— নাই।
তোমার নেতা নূরলদীন আর বাঁচিয়া নাই।

লালকোরাস। নাই?
নূরলদীন কি নাই?

নীলকোরাস। খেয়াল করি দ্যাখেন, বাহে, পাটোগ্রামের লড়াই।
কামান ধরি আসিয়াছিল কোম্পানীর সিপাই।

লালকোরাস। নাই, তবে সে নাই?

নীলকোরাস। খেয়াল করি দ্যাখেন, বাহে, কাজীর হাটে লড়াই।
কেমন গোলা দাগিয়াছিল কোম্পানীর সিপাই।

লালকোরাস। নাই, নাই?

নীলকোরাস। খেয়াল করি দ্যাখেন ক্যানে, ডিমলাতে যে লড়াই।
গোলা একবার ছুটিয়া গেলে, রক্ষা কারো নাই।

লালকোরাস। নূরুলদীন কি নাই?

নীলকোরাস। আরে, খেয়াল করি দ্যাখো, শালা, মোগলহাটে লড়াই।
গোলার মুখে তোমার নেতা নূরলদীন আর নাই।

লালকোরাস। নাই?

নীলকোরাস অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে আবার। লালকোরাসকে শিকারীর মতো তাড়িয়ে নিয়ে প্রদক্ষিণ করে।

লালকোরাস। নাই?

নীলকোরাসের অট্টহাসি।

লালকোরাস। নাই?

নীলকোরাসের অট্টহাসি।

লালকোরাস। নাই?

রক্তাক্ত দেহে দেওয়ান দয়াশীল নিঃশব্দে কখন এসে দাঁড়িয়েছে। লালকোরাস তাড়া খেয়ে ঘুরতে ঘুরতে তার সমুখে এসে এখন থমকে যায়। রক্ত দেখেও তাদের যেন বিশ্বাস হতে চায় না। অবিলম্বে আব্বাস এবং অন্যান্যরা নূরলদীনের লাশ নিয়ে আসে। নীরবে স্থাপন করে মঞ্চে। দয়াশীলকে ব্যাকুল লালকোরাস প্রশ্ন করে।

লালকোরাস। নাই নাই? নাই নাই?
নূরলদীন আর নাই ?
শিঙা ধরি ডাক দিলে কাঁই?
বাদ্য করি হাঁক দিলে কাঁই?
পুন্নিমাতে অকস্মাতে টানি আইনলে কাঁই।
সত্য করি কন, দয়াশীল, নূরলদীন আর নাই?

নীলকোরাস। দিবার মতো জবাব কোনো নাই।
নাই নাই। নাই নাই।

লালকোরাস। ত্বরায় করি কন দয়াশীল, নূরলদীন কি নাই?
জবাব ক্যানে দেন না, বাহে? চুপ করিয়া ক্যানে?
চুপি করিয়া কি বলিয়া কন না কথা ক্যানে?

দয়াশীল। ক্যানে? ক্যানে? ক্যানে?
ক্যানে হামাক না তুলিয়া নিছে ভগবানে?
গোমলহাটে কামান ফাটে কাঁইও বাঁচি নাই।
বাঁচি কেবল আছে তোমার অধম দেওয়ানে।

লালকোরাস। নাই নাই? নাই নাই?
নূরলদীন আর নাই?
নাই যদি তো বাদ্য বাজায় কাঁই?
নাই যদি তো শিঙা ফুঁকায় কাঁই?
এলাও বাজায় এলাও ফুঁকায়, কাঁই ডাকিলে কাঁই?
সত্য করি কন, দয়াশীল,
পাঁও দঁা হে দেওয়ান দয়াশীল,
নূরলদীনের দেওয়ান দয়াশীল,
রক্ত ভিজা শরীলে তার জীবন কি আর নাই?

দয়াশীল। নাই নাই। নাই নাই।

লালকোরাস। নাই নাই। নাই নাই।

তারা একসঙ্গে নূরলদীনের মৃতদেহের চারদিকে ধীর পায়ে ঘোরে। আব্বাস দূরে দাড়িয়ে থাকে। যে চোখের পানি মোছে। নীলকোরাস অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে বিদায় নেয়।

নীলকোরাস। নাই নাই। নাই নাই। নাই নাই। নাই নাই।

তীব্র আলো এসে পড়ে নূরলদীনের মৃতদেহের ওপর এবং উচ্চগ্রামে সংগীত বেজে ওঠে।

দ্বিতীয় দৃশ্য

সংগীত উচ্চগ্রাম থেকে প্রবাহিত ধারার মতো নেমে আসে নীচে এবং ধীরে উঠে দাঁড়ায় নূরলদীন। রক্তাক্ত চাদর তার গায়ে। সবাই তরঙ্গের মতো পিছিয়ে যায়। নূরলদীন ধীরে চোখ খোলে। রক্তাক্ত চাদর সে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্রায় ফিসফিস করে সংলাপ শুরু করলেও কয়েক পংক্তি পরে তার স্বর উচ্চগ্রামে পৌঁছায়।

নূরলদীন। কাঁই কইলে নাই? কাঁই কইলে নাই?
নূরলদীন কি সামনে তোমার নয়?
নূরদীন কি সামনে তোমার নয়?
তবে কান্দেন ক্যানে ভাই?
তবে কান্দেন ক্যানে ভাই?

দুহাত তুলে সে সবাইকে আহ্বান করে।

নূরলদীন। ঘন হয়া আসেন সকলে,
লক্ষ্য করি দ্যাখেন সকলে।
নিশীথে জ্বলিয়া আছে এই রোশনাই।
ভাল করি একবার দেখি নিয়া ভাই,
কও দেখি, তোমার নূরলদীন নাই, সত্য নাই?
ধ্যান করি একবার চিন্তা করি দ্যাখো ক্যানে ভাই,
মোগলহাটের দিকে যুদ্ধযাত্রা করিবার আগে
কোন কথা কইছিঁলু তোমার সবাকে?
‘এই যুদ্ধে মরোঁ যদি, কোনো দুঃখ নাই।
হামার মরণ হয়, জীবনের মরণ যে নাই।’
মনে নাই? মনে নাই? একজনও কারো মনে নাই?
ভুলি গেছ ভাই?
ফজর হবার না পায়, ভুলি যাও, বাহে?
কান্দিয়া সাগর করো, সাগরের ঢেউ উঠি আসিবার আগে?

নূরলদীন সকলকে পরিক্রম করে এসে কেন্দ্রে দাঁড়ায়। কয়েক কমুহূর্ত নাটকীয় নীরবতার পর হঠাৎ সে উর্ধমুখ হয়ে কাল্পনিক শিঙায় ফুঁ দেয়। শিঙা বেজে ওঠে। নৃত্যের ভংগীতে

সে লাফ দিয়ে উঠে কাল্পনিক ঢাকে কাঠি বাজায়। ঢাক বেজে ওঠে— টিট্টি ডিডিম ডিম, টিট্টি ডিডিম ডিম। গুরে ঘুরে সে নেচে চলে।

নূরলদীন। নয় নয় হে নয়
তোমার নেতা নূরলদীন মরি যাবার নয়।
হয় হয় ও হয়
তোমার নেতা নূরলদীন সংগে তোমার হয়।

লালকোরাস। হয় হয় ও হয়
হামাার নেতা নূরলদীন আজিও বাঁচি রয়।
হয় হয় ও হয়
হামার নেতা নূরলদীন আজিও হামার হয়।
আজিও মনে আছে হামার আজিও মনে আছে,
রংপুরেরও শহর হতে সিপাই আসিয়াছে,
আজিও মনে আছে হামার আজিও মনে আছে।

নূরলদীন। আজিও দেখি মনে আছে, তোমার মনে পড়ে—
ঘোড়ায় চড়ি গোরা সাহেব হামাক তলাশ করে।

লালকোরাস। ঘোড়ায় চড়ি গোরা সাহেব তোমাক তলাশ করে।
কাঁই কাঁই না খাজনা দিছে দেবী সিংয়ের ঘরে।
কাঁই কাঁই যে মহাজনের কল্লা কাটি নিছে।
কাঁই কাঁই যে জমিদারের ঘরে আগুন দিছে।
কাঁই কাঁই যে নীল বুনিতে এলাও স্বীকার নাই।

দয়াশীল। কাঁই কাঁই যে চলি গেইছে নূরলদীনের ঠাঁই।

লালকোরাস। নূরলদীনের শল্লা শুনি যোগ দিয়াছে কাঁই।
গোরা সিপাই ঝাঁপেয়া পড়ে রক্সা যে আর নাই।

দয়াশীল। এই শুনিয়া নূরলদীনে ডংকা মারি কয়—

নূরলদীন। সামাল সামাল সাবাশ সাবাশ, না করিবেন ভয়।

দয়াশীল। না করিবেন ভয় হে মানুষ, না করিবেন ডর।

নূরলদীন। কাঁই রাখিবে, না রাখিলে হামরা হামার ঘর?

দয়াশীল। কাতার বান্ধি আসেন, সবে, কাতার বান্ধিয়া
লড়াই তবে করেন, বাহে, লড়াই জান দিয়া।

লালকোরাস। সাজ সাজ সাজ বলিয়া ওঠে চাষায় নাঙল ফেলি,
সাজ সাজ সাজ বলিয়া ঠে জালুয়া, যোগী, তেলী,
সাজ সাজ সাজ বলিয়া ওঠে চ্যাংড়া মাদারসার,
সাজা সাজ সাজ বলিয়া ওঠে সুতার, কামার, কুমার।
নাঙল ফেলি, বাইশা ফেলি, জাল ফেলিয়া দিয়া,
কেতাব ফেলি, সড়কি লাঠি গুলতি ধরিয়া,
যার যা আছে হাতের কাছে তাই না ধরিয়া,
গাছের কাঁচা বেল পাড়িয়া ধনুক ধরিয়া,
সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ।

আব্বাস। একো সাথে নিকাশ করেন কালা ধলার রাজ।

লালকোরাস। একো সাথে নিকাশ করেন দেবী সিংয়ের ঘর,
মহাজনের চিতা জ্বালেন, ইংরাজের কবর।

দয়াশীল। মাটির ঢেলা ফেলান ভাংগি কাছাড়ি আর কুঠি।

নূরলদীন। সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ দাঁড়ান বাহে উঠি।

দয়াশীল। কোমর কষি দাঁড়ান দেখি হামার গরীব ভাই।

নূরলদীন। সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ দাঁড়ান বাহে উঠি।

দয়াশীল। না উঠিলে না জুটিলেউপায় যে আর নাই।

তাদের জোট নৃত্য এ পর্যায়ে এসে থেমে যায়। যেন মাঝপথে তার স্থানু হয়ে যায়। আলো পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণিমা থেকে সূর্যের প্রখর আলো হয়ে যায়।

তৃতীয় দৃশ্য

সূর্যের আলোয় আবার তারা জীবন্ত হয়ে ওঠে।

নূরলদীন। সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ সাজ দাঁড়ান বাহে উঠি।
খেয়াল করি লক্ষ্য করি দ্যাখেন ক্যানে ভাই,
ধ্যান করিয়া শোনেন তবে এই বলিয়া যাই।
নবাব সিরাজদৌলা ফতেহ হইছে পলাশীতে,
দেওয়ানগিরি চালায় দ্যাশে গোরা কোম্পানীতে।
চৌ—চারাকি চালায় গোরা সিনার পরে বসি।
দেবী সিংয়ে খজনা তোলে গলায় দিয়া রশি,
গলায় দিয়া রশি হামার হুকুম জারি করে—
ধানের বদল নগদ টাকায় খাজনা দিবার তরে।
বুদ্ধিটা কি ঠাহর করি দ্যাখেন তবে ভাই,
ধান বেচিতে সেই মহাজন ছাড়া উপায় নাই।
ধান করিব, পাট করিব রক্ত ঝরা ঘামে,
ধান কিরিবে মহাজনে নিজের খুশি দামে,
ধান বেচিয়া খাজনা দিলোম, সন্তানে কি খায়?
ঋণ করিতে চাষী আবার সানকি ধরি যায়।
সানকি ধরি যায় রে চাষী মহাজনের ঘরে,
সানকি ধরি যায় রে চাষী জমিদারের ঘরে,
দুগনা দামে স্বীকার হয়া ধান কর্জ করে।
কর্জ কিসে শোধ করিবেন? কর্জ আবার হয়;
গরু দিলেন, জমি দিলেন, দিলেন সমুদয়।
সমুদয় যে লিখিয়া দিয়া ধান আনিলেন ঘরে,
হায় রে কপাল, পোড়া কপাল, তাতো না প্যাট ভরে।

লালকোরাস। উপায়? উপায়?
হায়, হায়, করিল কি আল্লায়?
করিল কি বিষ্ণু মহেশ্বর?
তবে ভাই, তারই পরে এবার নির্ভর।
এবার সন্ন্যাসী হবো,
হবো আমি ফকির যে হবো।
এবার সন্ন্যাসী হবো,
ফকির যে হবো।
জন্মের সময়ে বস্ত্র অঙ্গে ছিল না যে,
মুঁই সেই সাজে
এ হেন সংসার ছাড়ি মক্কাতে হে যাবো,
এ হেন সংসার ছাড়ি কৈলাসেতে যাবো,
এহেন সংসার ছাড়ি আজমীরেতে যাই,
এ হেন সংসার ছাড়ি বৃন্দাবনে যাই।
যাই
চলি যাই।
যাই
চলি যাই।
হায় রে কপাল,
যাবার সড়কে বসি আছে কোতোয়াল,

আর বসি আছে এক তহশিলদার,
সড়কে চলিতে লাগে মাশুল এবার।

নূরলদীন। হারে, হইল কি রে ভাই?
ধান খাবো না, পান খাবো না, ঘর ছাড়িব ভাই,
তীর্থে যাবো, তারো মাশুল গুনিয়া দেওয়া চাই।
ডাইনে দিবেন, বাঁয়ে দিবেন, দিবেন কাছাড়িকে,
মহাজনের ঘরে দিবেন, দিবেন কোম্পানীকে।
দরপত্তনিদার, গাঁতিদার, জমিদার আর গোরা
এক হাতোতে আদায় করে, আরেক হাতে কোড়া।
গরের নারী নেয় কাড়িয়া, জ্বালেয়া দেয় ঘর,
নীল বুনিয়া দেয় রে গোরা হামার সিনার পর।
বিষের বিষে সর্পবিষে গোক্ষুরারই ন্যায়,
হামার দেহে হামার লহু নীল করিয়া দ্যায়।
কালা ধলায় একজোটেতে কবচ করে জান,
এক জোটেতে গোরা সাহেব, হিন্দু মুসলমান।
তফাত করি না দেখিবেন উয়ার মধ্যে ভাই,
যে করিছে শোষণ হামাক শোষকারী তাঁই।
চামড়া কালা, চামড়া ধলা, তফাত কোনো নাই,
যে মারিছে জানে হামাক, জানের শত্রু তাঁই।
কালায় কালা, ধলায় ধলা, উপরতলায় এক,
উপরতলায় এক জাতি যে খেয়াল করি দ্যাখ।
খেয়াল করি দ্যাখ রে হামার নেঙ্গুটিয়া ভাই,
আরেক জাতি হামরা হনু গরীব বলিয়াই।

লালকোরাস। কি তবে পন্থা কন, কি তবে উপায়?

নুরুলদীন। উপায়, উপায়।

লালকোরাস। কি তবে পন্থা কন, কি তবে উপায়?

নুরলদীন। উপায়? উপায়?

লালকোরাস। আর এই অত্যাচার সহ্য না হয়।
আর এই অনাহার সহ্য না হয়।
আর এই অবিচার সহ্য না হয়।
আর এই বসি থাকা সহ্য না হয়।

নুরুলদীন। সহ্য না হয় যদি, সহ্য না করেন।
যে লাঠি পড়িয়া আছে, তুলিয়া ধরেন।
তুলিয়া ধরেন তবে, হতাতোতে ধরেন।
হাতোতে ধরিয়া রাঠি, একজোট হন।
একজোট হন সবে, একজোট হন।

লালকোরাস। একজোট?

নুরলদীন। হয়, হয়।

লালকোরাস। একজোট?

নূরুলদীন। হয়, বাহে, হয়।

লালকোরাস। হামার লাগে ডর
হামার লাগে ডর।

নূরলদীন। হারে— কিসের বাহে ডর?
নেঙ্গুটিয়ার নেংটিও নাই—তবে কিসের ডর?
ধন গেইছে, জন গেইছে, এলাও আছে জান,
আর—তোমার মুখের দিকে চায়া আছে রে সন্তান।
তবে—কেন বা করো ডর?

সাহস সঞ্চারিত হয় লালকোরাসের ভেতরে। তারা ঘিরে ধরে নূরলদীনকে। হাতে তুলে

নেয় লাঠি। তারপর ডাকে কেন্দ্র করে ঘুরে ঘুরে নৃত্য রচনা করে।

লালকোরাস। হামার নেতা নূরলদীন আর বা কিসে ডর?
নূরলদীনের হাতে হামার বাপোদাদার ঘর।
বাপোদাদার ঘর রে হামার সন্তানেরও ঘর।
নূরলদীনে সঙ্গে আছে কিসের করোঁ ডর?

দয়াশীল। হামার নেতা নূরলদীন মাথায় তুলি ধর।

লালকোরাস। হারে, মাথায় তুলি ধর।
বাহে, মাথায় তুলি ধর।
আলী, মাথায় তুলি ধর।
শিবো, মাথায় তুলি ধর।
আলী শিবো স্মরণ করি আস্তে চলো ঘর।

নুরলদনি। ঘরের মতো আর কি আছে? হামার মাঠির ঘর।

লালকোরাস। আল্লা হরি ভরসা করি ত্বরায় চলো ঘর।

নূরলদীন। হারে, এখন হতে কেল্লা হামার ঐ না মাটির ঘর।

নূরলদীনকে মাথায় তুলে রালকোরাস নাচতে নাচতে চলে যায়। কেবল একজন, সে আব্বাস, তাদের সঙ্গে কিছুদূর পর্যন্ত যাবার ভান করে, আস্তে সে গতি শ্লথ করে দেয় এবং মঞ্চে থেকে যায়। আলো স্তিমিত হয়ে নিশীথ রচনা করে।

চতুর্থ দৃশ্য

আব্বাস অনেকক্ষণ দূরের দিকে চেয়ে থাকে। ঢাকের শব্দ পূর্ববর্তী দৃশ্যের সংলাপের তালে তালে কিছুক্ষণ বাজে। তারপর দূরে মিলিয়ে যায়।

আব্বাস। কার দোষ? নাচে যেইজন, কিম্বা তাকে যে নাচায়?
নাচো, বাহে, নাচো নাচো তুলিয়া মাথায়,
উমালি ধুমালি করো,
মাথার উপরে তার ছাতা মেলি ধরো।
নেতা বলি ক্ষান্ত হন ক্যানে?
নবাব না ডাকিলেন ক্যানে?
নবাব করিয়া তাকে সিংহাসনে বসান হেথায়।
— না লাগে হামার ভালো, কিছু মোর মনোতে না খায়।

দেওয়ান দয়াশীল আব্বাসের খোঁজে আসে।

দয়াশীল। আরে, তোমরা এ ঠাঁয়, বাহে? খুঁজিয়া না পাই।
তোমার তলাশ করে।

আব্বাস। কাঁই?

দয়াশীল। আর কাঁই? নূরলদীনে যে করে তোমাকে তলাশ।
কয়, কোনঠে গেইছে, আব্বাস?
কয়, 'জানের দোস্তকে মোর ডাকি আনো কাছে,
তার সাথে বড় শল্লা আছে।'
চলো, চলো, বাহে।

আব্বাস। মাফ করো, বাহে।
চ্যাংড়া নঁও আর, তাই গণগুন্টি নাচে
হামার না নাচে পাঁও।— আসোঁ পাছে পাছে।

দয়াশীল ইতঃস্তত করে বিদায় নেয়।

আব্বাস। কার দোষ?— নাচে যেইজন, কিম্বা তাকে যে নাচায়?
না নাচিলে একজন অন্যজনে ধরিয়া নাচায়।
অস্বীকার হয় যদি, তলাশ করিয়া ফেরে তবে অন্যজন,
যতোখন
পুতুলার মতো কোনো মানুষ না পায়;
একবার নাগাল পাইলে তার, তাকে ধরি নাচায় সবায়।
কিন্তু নাচে যেইজন? নাচে ক্যানে? বেকুব নোয়ায়।
—না লাগে হামার ভালো, কিছু মোর মনোতে না খায়।

নিঃশব্দে কখন দূরে এসে দাঁড়িয়েছে টহলদার দু'জন নীলকোরাস। যাবার জন্যে ঘুরেই আব্বাস তাদের দেখতে পায়।

নীলকোরাস। কাঁই বাহে? আব্বাস মণ্ডল?

আব্বাস। হয়, হয়। তোমরা সকল?

অন্ধকারে আব্বাস ভালো করে দেখতে পায় না। এবার আলোয় এগিয়ে আসে তারা।

নীলকোরাস। কুঠির মানুষ।

আব্বাস। কুঠির মানুষ? কোন কুঠির মানুষ?
নীলের না কোম্পানীর?

নীলকোরাস। কি হয় তফাত, বাহে? একে কথা। গোরার কুঠির।
নির্জনে এ ঠাঁয় একা করেন কি অঞ্জন নিশীথে?
এমন কি চিন্তা, বাহে, ধন্দ লাগে হামাক চিনিতে?
একো সাথে একো গাঁয়ে আছোঁ কতকাল,
হামাক দেখিয়া তবে হন কেনে এমন উতাল?

আব্বাস। উতাল?

নীলকোরাস। হয়, হয়। দ্যাখোঁ, বাহে, তোমাকে উতাল।
হামাক দেখিয়া য্যান দেখিছেন জ্বীন।

আব্বাস। আওয়াজ না করি, বাহে, ফুঁড়িয়া জমিন
যদি বা বৃক্ষের ন্যায় খাড়া হন, অজানা অচিন,
ধড়ফড়ি উঠিয়াই তবে হয় এমন মালুম,
নিলক্ষারে নীল বৃক্ষ করি দিল গুম
অকস্মাতে।

নীলকোরাস। হামারও যখন বড় কষ্ট ছিল ভাতে,
ধড়ফড়ি উঠিতাম হ্যানে ত্যানে যাহাতে তাহাতে।

আব্বাস। হয়, হয়। এখন তোমার প্যাট ভরা দূধে ভাতে।

নীলকোরাস। তোমরাও ক্যানে বা তফাতে?
আসেন সঙ্গে না ক্যানে? দিবে নীল ফিয়ান গোয়াতে।
তোমাকেও দলে নিবে, করি নিবে কুঠির মানুষ,
তোমরাও থাকিবেন দুধে আর ভাতে।

আব্বাস। হয়, হয়। মানুষ পিরান করে
সময় বিশেষে করে
পিরানে মানুষ।
চমৎকার কথা আনি দিলেন চিন্তায়।
বাড়ি যাঁও। দেরী হয়া যায়।

আব্বাস চলে যায়। প্রান্তে গিয়ে একবার দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে দ্যাখে, তারপর চলে যায়।

নীলকোরাস। শুনিলোম আওয়াজ শিঙায়,

শুনিলোম মানুষ চ্যাঁচায়—
একজন দুইজন নয়,
কমপক্ষে এক দুই তিন কুড়ি হয়।
আসি দ্যাখোঁ, বেবাকে বিরান।
আব্বাস মণ্ডল আর পন্নিমার চান।
বুড়াবুড়ি কয়, বাহে, ভরা পুন্নিমায়
নিশীথের বেড়া ভাংগি যায়,
কত কি উঠিয়া আসেবিরান পাথারে,
কত কি নামিয়া আসে নদীর কিনারে,
দরবার বসায়,
মানুষ আসিয়া গেলে শুন্যেতে মিলায়।
হয়, হয়, এই ঠিক হয়।
নয়, নয় শুনিছোঁ নিশ্চয়
নুরলদীনের গলা, তাঁই কোন ভূতপ্রেত নয়।
কিছুদিন হয়
দ্যাখোঁ তাকে সকল সময়
কিসর ধেয়ান ধরি গুম মারি থাকে।
দূর দূর হতে লোক খোঁজ করে তাকে।
কিসের জরুরী শলা সকল সময়।
কানে কান ফিসফাস,
নড়াচড়া অশপাশ,
হামাক দেখিলে চুপ, গুপ্ত মারি রয়।
সন্দেহ না হয়, ভূত নয়, প্রেত নয়,
নূরলদীনের সভা পুন্নিমাতে হয়।
কি হতে কি হয়া যায় বাহে?
কি হতে কি হয়া যায় বাহে?
সম্বাদ নিবার হয়
সম্বাদ নিবার হয়
সমুদয়
সমুদয়।
চলেন, আগান তবে, আগান চলেন।
নিজ কানে যদি, বাহে, হাল্লা শুনিলেন,
কুঠিতে সম্বাদ তবে দিবারও দরকার,
তারপরে যা করে করিবে সরকার।
ছুটিয়া চলেন তবে, ছুটিয়া এবার।

নীলকোরাস দ্রুত রওয়ানা হয়ে যায়।

পঞ্চম দৃশ্য

মঞ্চে পূর্ণিমার আলো পড়ে। কুঠিয়াল টমসন আসতে আসতে পেছন ফিরে হাঁক দেয়।

টমসন। হো—হো—মশালচি।
লণ্ঠন, লণ্ঠন, দেখাও।
অতিথিরা চত্বরে আসুন।
চমৎকার পূর্ণিমা এখানে।
আপনারা এখানে আসুন।

কালেকটর গুডল্যাড আসে।

গুডল্যাড। লণ্ঠনের কি প্রয়োজন, টমসন? এমন পূর্ণিমা।
আয়, ব্যয়, লগ্নী, মাল গুজারি ও ডেসপ্যাচ
আপনার রসবোধ হত্যা করে গেছে।
পূর্ণিমায় লণ্ঠন কি হবে?

টমসন। বাগানের যে পথে এলেন,

ও দিকটা বড় অন্ধকার। ঝোপঝাড়।
লোকে বলে, রংগপুর রাজধানী গোক্ষুর সাপের।
—হো— মশালচি।

শুডল্যাড। তাইতো, তাইতো বটে। ভুলেই গিয়েছি।
আপনার পত্নীর আতিথ্য,
ঝলসানো বৃষমাংস, লোহিত কোহল,
স্বদেশে না বংগদেশে আছি কোনো খেয়াল ছিল না।

টমসন। আ, মিষ্টার গুডল্যাড, বংগদেশে অন্তত এখন
আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে—
সতর্কতা, সতর্কতা সকল সময়।
আমার তো মনে হয়, কিছুদিন থেকে এই মনে হচ্ছে,
রংগপুরে সব কিছু ঠিক ভালো নয়।

গুডল্যাড। জানি, জানি টমসন, এই রংগপুরে
যেখঅনে সেখানে
দলে দলে নিঃশব্দ গোপনে তারা চলাচল করে,
উঠে আসে, শুয়ে থাকে, ঝুলে পড়ে, নেমে যায়, ফিরে আসে,
তাদের পিচ্ছিল দেহ কৃষ্ণবর্ণ বিদ্যুতের মতো
এই দেখা যায়, এই নিমেষে মিলায়,
এই কিছু নেই,
এই ফনা দুলছে জ্যোৎস্নায়।

রেভেনিউ সুপারভাইজার মরিস এসে যায়।

মরিস। গোক্ষুরের কথা বুঝি? আমার ধারণা,
ঈশ্বরবর্জিত এই রংগপুর নামক জেলায়
বোধ করি মানুষ ও গোক্ষুরের সংখ্যা হবে সমান সমান।

গুডল্যাড। এবং মরিস, চরিত্রেও তারা কিন্তু সমান সমান।

একটু দূরে গিয়ে টমসন স্ত্রীর উদ্দেশ্যে আহ্বান পাঠায়।

টমসন। লিসবে— থ, আমরা এখানে— এ।

মরিস। একে বলে পত্নী প্রেম। ক্ষণকাল বিচ্ছেদ সহে না।

গুডল্যাড। ভাগ্যবান টমসন। পত্নী তাঁর সংগেই থাকেন।

মরিস। সাহসিনী বটে।
ইতিপূর্বে কোনো শ্বেতাংগিনী,
বংগদেশে এতদূরে এসেছে শুনিনি।

দূরে দাঁড়িয়েই টমসন এবার আহ্বান পাঠায়।

টমসন। লেফটেন্যান্ট— লণ্ঠনের অপেক্ষা করুন।
ওঁকে সংগে নিয়ে এসো, লিসবে— থ।

গুডল্যাড। এবং এ লেফটেন্যান্ট, আমার তো মনে হয়,
কেবল ডিনার খেতে এতদূরে কুটিতে আসেনি।

টমসন তাদের কাছে আসছিল, তার চোখে পড়ে— গুডল্যাড মরিসের প্রতি চোখ টিপে কি ইংগিত করল। টমসন বুঝতে পারে, তার স্ত্রীকে নিয়েই ইংগিতটি। সে একটু অপ্রস্তুত হয়ে কৈফিয়ত দিতে চেষ্টা করে।

টমসন। ডিমলার রাণী যে সেদিন
মসলিন উপহার দেন,
অতিথি পেলেই আর কথা নেই, লিসবেথ সেটা
দেখাবেই।— হো— মশালচি।
এই কৃষ্ণ কুকুরেরা এতটাই অলস বধির,
ভূমিকম্প বিনা কিছু শোনে না, এবং

ভূমি থেকে—নিতম্ব তোলে না।
আমি যাই, নিয়ে আসি এখানে ওদের।

টমসন দ্রুত চলে যায়। গুডল্যাড আবার চোখ টেপে মরিসকে।

গুডল্যাড। লেফটেন্যান্ট নিঃসংগ যুবক, এবং এ রঙ্গপুরে—
শুধ রঙ্গপুর কেন? সারা বংগদেশে,
শ্বেতাংগিনী অত্যন্ত দূর্লভ।
তোমাকে উদ্বিগ্ন দেখি?

মরিস। না, ভাবছিলাম।

গুডল্যাড। কতদূর গড়াবে ব্যাপার?
বড় জোর চুম্বন পর্যন্ত।

মরিস। না, না, অন্য কথা।

গুডল্যাড। কোন কথা?

মরিস। যে, দু'রকম ধারণা পেলাম এইটুকুর ভেতরে।
কোনটা আসলে সত্য? সত্য কি তাহলে?
গোক্ষুর? না, অলস কুকুর?
আমি কিন্তু ক্যালকাটা শহরে কেবল
দেখেছি যে প্রানী, তার সবচেয়ে জীবন্ত অংগটি
নিতম্বের ওপরেই দোলে,
গোক্ষুরের ফনা সেটা নয়।

গুডল্যাড। রঙ্গপুরে এলেমাত্র নভেম্বরে। নয়?
এখনো দু'মাস নয়। কিছুই দ্যাখেনি।
ইণ্ডিয়া ইংল্যাণ্ড থেকে যতদূর,
তারো চেয়ে বহুদূর রংগপুর ক্যালকাটা থেকে।
সেখানে তোমার আছে ফোর্ট উইলিয়াম,
এখানে তোমার কেল্লা তুমিই স্বয়ং।
সেখানে নেটিভ চায় আমাদের কৃপা, অনুগ্রহ।
এখানে নেটিভ যদি পারে করে এখনি বিদ্রোহ।

মরিস। বিদ্রোহ?

গুডল্যাড। বিদ্রোহ, মরিস, বিদ্রোহ।
সদ্য তুমি এসেছ তো? এই মফঃস্বলে
নেটিভ মাত্রেই কিন্তু দেবী সিং নয়
যে তোমার কথায় কথায়
বোতলের ছিপি খোলে, মোহরের নজরানা দেয়।

মরিস। মহামান্য কালেকটর, আপনার অভিজ্ঞতা আমার নির্ভর।
মাত্র তিন দিন আগে, দেবী সিং এসেছিল আমার কুঠিতে,
কিঞ্চিৎ ব্যাপারে, গুরুতর কিছু নয়,
মোটামুটি আমার কুশাল আর সাফল্য কামনা।
সেই সংগে এক প্রস্থ মসলিন, আর কিছু সোনা।

গুডল্যাড। ওতে দোষ নেই।
কোম্পানীর কোনো ক্ষতি নেই।
তাছাড়া ভীষণ এরা দুঃখ পায় যদি তুমি গ্রহণ না করো।
তারপর?

মরিস। এক অদ্ভুত ব্যাপার। লক্ষ্য করলাম,
চোখ আর জিহ্বার ভেতরে তার তীব্র বিরোধীতা।
যখন তরল তার কণ্ঠ পরিহাসে—
চোখ যেন জমাট বরফ;
আবার যখন চোখ রহস্যে উজ্জ্বল—
উচ্চারণ শীতল, গম্ভীর।
আমার তো মনে হয়, দেবী সিংও ব্যতিক্রম নয়।

বড় জোর, স্বার্থেই সে আছে সঙ্গে, তার বেশি নয়।

গুডল্যাড। ডিয়ার মরিস, কোম্পানীর রেভেনিউ সুপারভাইজার,
স্বার্থ আছে আমাদেরও।— নির্ধারিত রাজস্ব আদায়।
কোম্পানীর কুঠির ফ্যাকটর,
টমসন, তার কাছে শুনে নিও—এবং বানিজ্য—
রেশম, আফিম, বস্ত্র, গুড়, সোরা, নীল।
স্বার্থটা উভয় পক্ষে এক হলে, মিত্র হয়ে যায়
পরম শত্রুও।
স্বার্থেই সে আমাদের লোক।
তাছাড়া, নিশ্চয় তুমি জানো,
অন'বল ওয়ারেন হেস্টিংস, তার বড় প্রিয়পাত্র এই
দেবী সিং— এবং আমারও।
ক্রমে ক্রমে তোমারও সে হবে।
নেটিভের চোখ ও জিহ্বার চেয়ে আমাদের কাছে
বরং আকর্ষণীয়, হাত, তার হাত।
বরং এ লক্ষ্যণীয়, সেই হাত দেয় কি না দেয়,
দেয় যদি কতখানি দেয়,
কতখানি কোম্পানীকে দেয়,
তোমাকে বা দেয় কতখানি।

মরিস। ব্যক্তিগত নজরানা
কোম্পানীরই পাওনা কি নয়?
আদায়ের মধ্যে সেটা লিখে রাখব না?

গুডল্যাড। নির্বোধ, মরিস। তুমি আমি নিতান্ত নশ্বর,
এবং দরিদ্র।
দরিদ্রের ঘরে জন্ম তোমার আমার। কার নয়?
কোম্পানীর কর্মচারীসবার, সবার।
এবং মালিক যারা কোম্পানীর, কারা তারা? কারা?

মরিস। ব্যারন, ডিউক, লর্ড।

গুডল্যাড। এবং আমরা
মাসাধিক কাল
উন্মত্ত ভয়াল সিন্ধু পাড়ি দিয়ে, উত্তমাশা ঘুরে—
নামেই সে উত্তমাশা— আশাহীন জাহাজের খোলে
নোনা মাংস, শুকনো শব্জি চিবিয়ে চিবিয়ে,
সমুদ্রের দুলুনিতে পেটে তীব্র শূল নিয়ে কে আসে এ দেশে?
কোনো ব্যারন বা রর্ড নয়, তুমি আমি আসি, আর
তুমি আমি কারা?

মরিস। সাধারণ যারা।

গুডল্যাড। এবং কোথায় আসি? গ্রীষ্মের ভ্যাপসা এ নরকে।
শ্বাস টানি গোক্ষুরের বিষাক্ত বাতাসে,
সহ্য করি মশার দংশন,
চতুর্দিকে ওড়ে নীল মাছি,
অবিরাম ষড়যন্ত্র,
নেটিভের মতলব অজ্ঞাত,
ভাষাও দুর্বোধ্য।
টানটান দড়ির ওপর দিয়ে সারাক্ষণ হাঁটি।
ব্যারন বা লর্ড নয়, তুমি আমি হাঁটি।
ভেদ বমি, আমাশয়, জ্বরে
ব্যারন বা লর্ড নয়, তুমি আমি মরি।
পত্নী আনা নিরাপদ নয়,
অথচ এদিকে
ঘোরকৃষ্ণ রমনীর কটুগন্ধে সারা গা গুলোয়।
এবং উত্তাপ যদি সেখানেই ঢেলে দিতে হয়,
কেউ কেউ উৎকট ব্যাধিতে পড়ি,
ব্যারন বা লর্ড নয়, তুমি আমি পড়ি।
লর্ড ও ব্যারন?

তাদের সিন্দুক ভরে দেব সোনদানা,
আর আমার বেলায় শুধু গোনা মাহিয়ানা?
না, মরিস, না।
সুযোগ একদা আসে, আবার আসে না।
যদি পারি, আমি কেন ব্যারন হবো না?
তুমি লর্ড হতে চাও নাকি?
কে তা চায় না, মরিস?
বড়লাট বাহাদুর ওয়ারেন হেস্টিংস চায় না?
তাঁকেই জিজ্ঞেস করে দেখো একবার,
এই যে তোমার দেবী সিং, সেই দেবী সিং তাঁকে
দেয়নি কি নজরানা? নেননি কি তিনি?
একবার বরখাস্ত করে
আবার কি বসাননি তাকে,
যথেষ্ট তৈলাক্ত দেখে নিজ করতল? আমরা কি দেবদূত?

মরিস। অবশ্যই নয়।
নিতান্ত মানুষ।

গুডল্যাড। এবং দরিদ্র।
দেহে নীল রক্ত নেই, পিতার সম্পদ নেই,
শীতের আগুন নেই, বর্তমান ভিন্ন কোনো বাস্তবতা নেই।
বাণিজ্য বা রাজত্বের হোক না প্রসার,
তাতে কোন স্বর্গ লাভ তোমার আমার?

মরিস। লাভ শুধু কোম্পানীর এবং রাজার।

গুডল্যাড। ঈশ্বরের করুণা অপারর।
একদিন তিনি না দেখিয়ে দিলে দেখালেন কে আর সোনার খনি তবে?
ঈশ্বরেরই বিধান মরিস, ঈশ্বর স্বয়ং চান
আমাদের দারিদ্র্যের দ্রুত অবসান।
অতএব, বলো দেখি কর্তব্য তোমার?
ব্যক্তিগত নজরানা, কোম্পানীর ডেসপাচে
লিখবে কি লিখবে না?
ব্যক্তিগত ব্যবসায়, কোম্পানীর পাশপাশি
করবে কি করবে না?
ঈশ্বর বর্জিত এই বংগদেশে এসে,
কোম্পানীর রেভেনিউ সুপারভাইজার,
টম্বল সম্বল করে ফিরে যাবে স্বদেশে আাবর?

মরিস। না।
আমিও তো কল্পনায় দেশি, আমি ফিরে গেছি স্বদেশের আবার।
পল্লীতে আমার আছে সুরমা ভবন।
আকাশে চিমনির ধোঁয়া, সবুজ বিস্তৃত মাঠ,
সোন্নার পাতের মতো পড়ে আছে রোদ,
হেঁটে যাদি আমার বাহুতে পত্নী ভর দিয়ে পাশে।
আমি তো স্বপ্ন দেখি—মৃগাল শিকার,
দূরন্ত ঘোড়ার পিঠে বন্দুক বাগিয়ে।
ঘন ঘন শিঙা বাজে অপরাহ্নে কুয়াশায় বৃক্ষের ভেতরে,
আমিও তো শুনি, আমি শুনি।
আমারও তো সাধ হয়, মাঝে মাঝে রাজধানী যাই,
লন্ডনের ক্লাবে গিয়ে বসি—
সুরা, তাস, অবসর, বংগদেশ স্মৃতিমাত্র, বাটলার বাহিত ডিনার।
আমিও তো চাই, পত্নীর সোহাগ চাই,
পুত্রের দু'হাত ভরে দিতে চাই নিশ্চিন্ত জীবন,
প্রসাদে কন্যার চাই নাচে নিমন্ত্রণ,
হ্যাঁ, চাই, হ্রাঁ,
আমি চাই—কোনোদিন অর্থে ও সম্পদে যদি সম্ভব তা হয়,
আমার এ দেহে নীল রক্ত আমি চাই,
আমিও ব্যারন হতে চাই,
আমি চাই ব্যারনের জীবন যাপন।

দূর থেকে টমসনের উত্তেজিত গলা শোনা যায়।

টমসন। গুডল্যান্ড।— গুডল্যান্ড।

তারা অবাক হয় দ্যাখে, টমসন পিস্তল হাতে ছুটে আসছে; পেছনেই লিসবেথ আসছে।

গুডল্যান্ড। টমসন??

মরিস। ঈশ্বর, নিশ্চয় খুন লেফটেন্যান্ট। হাতে ওর পিস্তল দেখুন।

গুডল্যাড। তাই।

টমসন। গুডল্যাড, সংবাদ ভালো না।

গুডল্যাড। লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড কি নিহত তাহলে ?

লিসবেষ। প্রভু না করুন। তিনি এইমাত্র এগিয়ে গেছেন।

মরিস। তাহলে জীবিত।

গুডল্যাড। তবে কি এমন কিছুতাকে বলেছেন,
বিদায় না নিয়ে তাকে চলে যেতে হয়?

টমসন। পরিস্থিতি বড় অনিশ্চিত।

টমসন পিস্তল হাতে চারদিকে কি যেন দেখতে চেষ্টা করে।

লিসবেথ। বাক্য ব্যয় না করে প্রস্তত হোন।
পরিস্থিতি ভালো নয়।

গুডল্যাড। সেটা দেখতেই পাচ্ছি।

লিসবেথ। দেখতে পাচ্ছেন?—ও— হো।
না, দেখতে পাচ্ছেন না, কালেকটর বাহাদুর।
আমি আশ্চর্য হলাম। এই বুদ্ধি নিয়ে
আমাদের কোম্পনীর অন্যতম খ্যাতিমান একজন তবে
এতকাল উন্নতি সাদনে ব্যস্ত বৃটিশ জাতির?

গুডল্যাড। লিসবেথ, আমার সে শিক্ষা নয়,
যতই সংগত হোক, রমনীকে পাল্টা কিছু বলা।
লিসবেথ। তাহলে মহিলা নয়, রমনী? সংগিনী?
নর্ম সহাচারী?
প্রকাশ্যে বা গোপনে সে প্রনয়িণী ছাড়া কিছু নয়?
ভালো্ে বিষয়ে পরে কথা হবে।
সময় সংকীর্ণ আর কোম্পানীর এমনই দুর্ভাগ্য
যে আপনাদেরই হাতে আপাতত এ মুহূর্তে,
রঙ্গপুরে কোম্পানীর অস্তিত্ব মর্যাদা সব নির্ভর করছে।

গুডল্যাড। কি? অর্থাৎ?— টমসন, টমসন, সংবাদ ভালো না বললেন।

গুডল্যান্ডের ডাক শুনে টমসন ফিরে এসে জানায়।

টমসন। গ্রামের সীমান্তে কিছু লোক সমবেত। অন্ততঃ কয়েক শত।

গুডল্যাড। কারণ?

টমসন। অজ্ঞাত। তবে, চাকর মহলে প্রতিক্রিয়া তাৎক্ষণিক।
মশালচি পলাতক। চৌকিদার কেউ কেউ।

গুডল্যাড। নেটিভের চরিত্র লক্ষণ—
সংবাদে নড়ে না, কিন্তু গুজবে সে ওড়ে।

লিসবেথ। কালেকটর বাহাদুর, কান পেতে শুনুন তাহলে।

কিছুকানে পশে?
গুজব? না, ঢাকের আওয়াজ? শিঙা? লোকের চিৎকার?

গুডল্যাড। তাইতো, তাইতো।

মরিস। এদিকেই এগিয়ে আসছে।

টমসন। হয়ত দখল করে নিতে চায় কুঠি।
কিংবা জানে কালেকটর উপস্থিত এ রাতে কুঠিতে,
তাকে বন্দী করতে আসছে।
অথবা—

মরিস। বিদ্রোহ।

লিসবেথ। অতএব, পরিষ্কার নয়,
আমার স্বামীর হাতে কেন ঐ পিস্তল এখন?
না, মিস্টার গুডল্যাড, উত্তম বালক,
ব্যক্তিগত ঈর্ষার কারণে নয়, আপনার সুস্বাস্থ্য রক্ষায়।
মনে হচ্ছে আরো কাছে আওয়াজ এখন।
প্রিয় স্বামী, তুমি যাও শীগগির সদর ফটকে।
অধিকাংশ নেটিভ সিপাহী, ওদের বিশ্বাস নেই,
ফটক না খুলে দেয়— যাও।

টমসন ছুটে চলে যায়।

লিসবেথ। আর আপনারা?
অস্ত্র হাতে এগিয়ে যাবেন?
নাকি, পূর্ণিমায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে
রমনীর সংগসুধা পান করবেন?

অপ্রতিভ হয়ে, গলা পরিষ্কার করে, দু'জন চলে যায়। লিসবেথ দূরের কোলাহল কান পেতে শোনে। দূর থেকে নূরলদীনের কণ্ঠ ক্ষীন শোনা যায়।

নূরলদীন। এ—হে—বা—আ—আ—হে—এ—এ।

লিসবেথ চঞ্চল হয়ে পড়ে। ফিসফিস করে বলে।

লিসবেথ। পিস্তল। পিস্তল।

পিস্তলের খোঁজে সে ছুটে চলে যায়।
শূন্য মঞ্চের ওপর জনতার কোলাহল আছড়ে পড়ে।

ষষ্ঠ দৃশ্য

ঢাকের শিঙার মিলিত ধ্বনি। নূরলদীনের নেতৃত্বে লালকোরাস এসে জড়ো হয়। তাদের ঘাড়ে লাঠি ও পলো। সঙ্গে আছে আব্বাস ও দেওয়ান দয়াশীল।

নূরলদীন। এ—হে, বা—হে।
আর বাদ্য নহে—এ।
এইবার জোট নয়, ছোট ছোট দল।

লালকোরাস। ছোট ছোট দল ছোট ছোট দল,
ছোট ছোট দল ছোট ছোট দল।

নূরলদীন। তবে আশেপাশে তবে আশেপাশে।

লালকোরাস। তবে আশেপাশে তবে আশেপাশে।

দয়াশীল। ছোট চোট দল ছোট ছোট দল।
তবে আশে পাশে।
যার যার লাঠি পলো কান্ধে করি, ছোট ছোট দল।
কাঁইও না সন্দেহ করে, সব আশেপাশে।
য্যান মাছ ধরিবার যান,
হয়, হয়, নদীতে নিশীথে মাছ মারিবার যান।

নূরলদীন। হয় হয়,
মাছ ধরিতে যান।
ভাল করিয়া শোনেন কথা কইছে কি দেওয়ান।
তোমরা—মাছ মারিতে যান।
তবে শোনেন, কাঁইও আসি তোমার শরীলে হে,
আঘাত করিলে হে—

দয়াশীল। ভাইও, আঘাত করিলে হে—

নূরলদীন। ফেলান পলো তেলেসমাতি,
তোলেন লাঠি তেলেসমাতি,

দয়াশীল। তেলেসমাতি, তেলেসমাতি—

নূরলদীন। চড়াও হয়া যান।

দয়াশীল। তার আগোতে তোমরা বাহে এই করিবেন ভান—

নূরুলদীন। মাছ মারিতে যান নিশীথে মাছ ধরিতে যান।

আব্বাস দূরে দাঁড়িয়ে স্বগতোক্তি করে।

আব্বাস। খির কোনো উদ্দিশ না পাঁও।
কেনে তবে আনিলে মিছাও
গাঁও হতে ডাকি ডাকি কিষান, জালুয়া জন,
যদি না করিবে তাঁই আগে হতে নিজে আক্রমন?
করিলেও লাঠি দিয়া করিবে লড়াই?
গোরার বন্দুক আছে পিস্তল কামান আছে, কিবা তার নাই?
গোলার আঘাতে সব করি দিবে ধুলা।
হুঁশ নাই? বুদ্ধি নাই? লাঠি হাতে তবে তাঁই নাচের পুতুলা?

নূরলদীন। অব্বাস, তফাত ক্যানে? না থাকিও তফাতে, আব্বাস।
কিসের ধেয়ানে ফির শিমুলের গাছ
বিরান পাথারে ফির শিমুলের গাছ
বিরান পাথারে খাড়া এক একজন?
মন কুলি কন, বাহে, মন খুলি কন।
আসিয়াছে কালেকটর— শুনিলোম সাঁঝের বেলায়,
ঘুরিয়া সুযোগ যদি না দেয় আল্লায়,
চটাৎ করিয়া তাই ডাকিলোম তোমাক সবায়।
তোক পুঁছ করিবার সময় না পাঁও।
এলায় বুদ্ধি কি তোর? কুঠিতে না যাঁও?
মন খুলি কন, বাহে, মন খুলি কন।
গুমর না করিয়া থাকো, এত লোকজন
হামার মুখের দিকে চায়া আছে পংখীর মতন—
মুঁই মুখ চায়া থাকোঁ কার?
কার শল্লা ভরোসা হামার?
তোমার, তোমার, বাহে, আব্বাস তোমার।

আব্বাস। জানোঁ, সব জানোঁ, ভাই, ফির না জানোঁ আবার।
রাস্তায় নামিলে পরে রাস্তা নাই ফিরিয়া যাবার।

নূরলদীন। বিভাগ না হও, বাহে, এক হয়া থাকো মোর পাশে।
কুঠির মানুষ দ্যাখোঁ আবডালে ঘন হয়া আসে।

কয়েকজন নীলকোরাস দূরে এসে দাঁড়ায়। সঙ্গে সঙ্গে লালকোরাস তাদের দিকে এগিয়ে যায়। দুই দল আড়ে আড়ে ঘুরতে থাকে। নূরলদীন লক্ষ্য করে, কয়েকজন নীলকোরাস দল ত্যাগ করতে ইচ্ছুক। নূরলদীন তখন হাত তুলে লালকোরাসকে ফেরায়। তারপর নূরলদীন হাত তোলা অবস্থাতেই তালি বাজায় এবং সেই তালে তালে নিচের সংলাপ বলতে থাকে। তার এ সংলাপের বর্ণনা অনুসারে দুজন নীলকোরাস সাজ ফেলে লালকোরাসে পরিণত হবে।

নূরলদীন। আসি গেইছে কুঠির মানুষ, দেখেন কিবা করে,
খেয়াল কির দ্যাখেন সবে সড়কি তুলি ধরে,
সড়কি তুলি না মারিয়া সড়কি ফেলি দেয়,
আরে, আরে, নীলের ফেটা এই ধুলিয়া দেয়,
এই খুলিয়া দেয় রে ফেটা, সাজ ফেলিয়া দেয়,
সাজ ফেলিয়া লাঠি পলো কান্ধে তুলি নেয়।
হারে—গোরার সাজে সাজ করিলেই গোরা তো আর নয়,
নীল পিরানের তলে দ্যাখোঁ হামার মানুষ হয়।

আব্বাসের কাছে যায় নূরলদীন।

নূরলদীন। আব্বাস, বিষাদ ক্যানে? এক হয়া থাকো মোর পাশে,
কুঠির মানুষ দ্যাখোঁ মোর দলে আসে।

দূরে কয়েকজন নীলকোরাসের দিকে আঙুল দেখিয়ে আব্বাস নূরলদীনের ছন্দেই বলে।

আব্বাস। দ্যাখেন দ্যাখেন আরো কতক আছে উয়ার পরে,
গাং টিটিরি পংখী যেমন তোমাক লক্ষ্য করে।

তখন নূরলদীন নীলকোরাসের কাছে যায়।

নূরলদীন। তোমরা ক্যানে ও ঠাঁই বাহে? মায়ের দুগ্ধ খান,
পান করিয়া থাকেন যদি সামিল হয়া যান,
সামিল হয়া যান কাতারে, দুগ্ধ ধলা হয়,
ধলায় ধলা নীলের বিষে নীল করিবার নয়।
শোনেন শোনেন, মা জননী মাও কান্দিয়া কয়,
শোনেন তোমার মা জননী ঐ কান্দিয়া কয়,
'কোনঠে গেলু, বুকে হামার দুগ্ধ আবার হয়।
দুগ্ধ রে যায় পড়ি হামার দুগ্ধ না খাও যদি,
সেই না দুগ্ধে যায় ভাসিয়া দুগ্ধকূমার নদী।
যায় ভাসিয়া দুগ্ধ হামার ব্যাটার নাহি খায়,
সাগর জরে সেই দুগ্ধ লবণ হয়া যায়।'
এই বলিয়া মা জননী মাও কান্দিয়া যায়,
এমন কালা ব্যাটা উয়ার না শুনিবার পায়।

নূরলদীনের চোখ দিয়ে পানি পড়তে থাকে। দূরে হঠাৎ বন্দুকের গুলির শব্দ হয়।

দয়াশীল। খাড়া হন। বন্দুক চালায়।

লালকোরাস। বন্দুক চালায়,
কোম্পানীর কুঠি হতে বন্দুক চালায়।
কামান চালায়,
কোম্পানীর কুঠি হতে কামান চালায়।

দয়াশীল। বদ্দুক, বন্দুক, বাহে, কামান নোয়ায়।

লালকোরাস। বন্দুক চালায়, বড় বন্দুক চালায়।

লালকোরাস্বন্দুক চালায়, বড় বন্দুক চালায়।

নূরলদীন। ব্যস্ত না হন, বাহে, নাই কোনো ডর,
বন্দুকের গুলি আসি না পড়িবে হামার ভিতর।
হামাক দেখায় ডর
গুলি মারি আসমানের উপর উপর।

লালকোরাস। বন্দুক চালায় গোরা বন্দুক চালায়।

নূরলদীন। আরে, গোরার চিন্তার ধারা ভাল করি জানোঁ মুঁই, তোমাকে জানাই।
মানুষ দেখিয়া তাঁই মানুষের লক্ষ্য করি যে ঠাঁই সে ঠাঁই
না মারিবে গুলি তাঁই, জানি রাখো, শিখি রাখো, না মারিবে গোলা,
অপছায়া দেখি ঝাঁপ দেয় না যে এই কানাহোলা।

লালকোরাস। হা হা হা।

নূরলদীন। তারপর, যখন ফিরিয়া যান যার যার ঘরে,
মনোতে ভাবেন, বাহে, ঠাণ্ডা হয়া আছে গোরা কঠির ভিতরে,
গোরার এ রীতি এই, অকস্মাতে জমিন ফুঁড়িয়া তাঁই উঠিবে তখন,
মারি ধরি লাশ করি, অগ্নি দিয়া গ্রাম গঞ্জ করিবে উচ্ছন।
হন তবে অগ্রসর হন।

দূরে লেফটেন্যান্টের হাঁক শেনা যায়।

লেফটেন্যান্ট। খামো—হো—থামো—ও।

দয়াশীল। শোনেন শোনেন, গোরার গলা হয়।

নূরলদীন। উদি পরা হয়।

দয়াশীল। ফৌজি গোরা সেনাপতি বলি মালুম হয়।

লেফটেন্যান্টকে এবার দেখা যায়। নীলকোরাস তার পেছনে কাতার হয়ে দাঁড়ায়।

লেফটেন্যান্ট। আর অস্রসর নয়।—কে তোমরা? বলো হো—ও।

নূরলদীন। মানুষ হো—ও।
মাঠের মানুষ, দেশের মানুষ, মাহরা মানুষ হো—ও।

লেফটেন্যান্ট। কি চা হো—ও? কি উদ্দেশ্য—ও?

নূরলদীন। দূর হতে কি বলা যায় হামার উদ্দেশ্য—ও।

লেফটেন্যান্ট। অতি স্পষ্ট শোনা যায়। শীঘ্র বলো হো—ও।

নূরলদীন। যা বলিব, না বলিব অন্য কাহাকো—ও।
থাকে যদি কালেকটর, ববি সাক্ষাতে সব, তাহাকে বলিব—ও।

লেফটেন্যান্ট। বড়া সাব কালেকটর বাহাদুর এখানে আছেন।
তিনি সব শুনছেন। শীঘ্র বলো তোমার দরখাস্ত।
আর নয় অগ্রসর, স্থির থাকো, সিপাহীরা সবাই সশস্ত্র।

দয়াশীল। হামরা নিরস্ত্র—ও।

নুরলদীন নিচু গলায় সংগীদের প্রতি মন্তব্য ছুঁড়ে দেয়।

নূরলদীন। আপাততঃ।

লালকোরাস। হা হা হা।

দয়াশীল। সুতরাং সাহেব সুস্থির হও, করো অবধান।

লালকোরাস। করো অবধন করো অবধান।

নূরলদীন। করো অবধান।
একদিন কালাপানি পার হয়া সওদাগরি করিবার জন্যে জাহাজ
ধরিয়া আসিলেন হামার মুলুকে।
তোমার রঙ হয় গোরা— শুনিছিলোম বাপোদাদার মুখে।

বাপোদাদা নিজের চক্ষে তোমাক দেখিছে কি দেখে নাই,
আসিল হামার পালা।
তোমাক চক্ষে দেখিলোম, দেখিলোম শরীলের রঙ তোমার
গোরা নিশ্চয়, অন্তরের রঙ হয় কুন্টিকালা।

লালকোরাস ঘন হয়ে আসে। লেফটেন্যান্টের পাশে টমসন এসে দাঁড়ায়।

লালকোরাস। অবধান, করো অবধান।

নূরলদীন। একদিন সওদাগরি করিতে করিতে তোমরা করিলেন বড় এক
সওদাগরি।
একদিন অবাক হয়া দেখিলোম, কোন তালে কখন হামাক
গুস্টি সমেত নিছেন খরিদ করি।
আর দেখিলাম, এই দেখিলোম, হামার গলায় দিয়া দড়ি,
একে সৃষ্টি হন আল্লার,
হামার সিনায় তোমরা চড়াও হয়া চড়ি বসি আছেন চমৎকার।

লালকোরাস। অবধান, করো অবধান।

কোম্পানী দলে গুডল্যাড এসে যোগ দেয়।

নূরলদীন। একদিন লক্ষ্য করি দেখিলোম, খাজনা দেই তোমাক, কিন্তু জমিন,
এই জমিন তোমার নয়।
দেখিলোম, হুকুম দিবার আছেন তোমরা,
বিচারের ভার কাজীর হাতে হয়।
সেই কাজী তোমার কোনো বিচার করিবার নয়।
বিাচর কি করিবে সেই কাজীর ব্যাটা? কাজীর ব্যাটা
এমন এক সুবাদারের চাকরি করি খায়,
যে সুবাদার তোমার হাত ধরিয়া সিংহাসনে না বসিলে মনে
বড় দুঃখ পায়।

লালকোরাস। অবধান, করো অবধান।

কোম্পানী দলে মরিস এসে যোগ দেয়।

নূরলদীন। আর একদিন, আল্লার সেই একদিন, দেখিলোম তোমার বন্ধু
দেবী সিং, খাড়া হয়া আছে হামার বাড়ির বগলে।
জন্মে যা শোনো নাই, চৌগুণা খাজনা চায়,
অ্যাবড় ড্যাবড় নগদে চায়, বাটা চায় টাকায় আট আনা,
দিবার না পারিলে সব লুটি নিয়া যায়।
অগ্নি দিয়া যায়, হাহাকার করি উঠিলোম সকলে।

লালকোরাস। অবধান, করো অবধান।

কোম্পানী দলে লিসবেথ এসে যোগ দেয়।

নূরলদীন। একদিন টাকায় টাকা সুদ স্বীকার করি মহাজনের ঘরোতে গেইলোম,
কর্জ শোধ করিবার না পাই বলিয়া জমি লিখিয়া দিলোম,
ঘটি বাটি লাঙল বলদ মই বিক্রি করিলোম,
বাপ হয়া বিক্রি করিলোম ব্যাটা, স্বামী হয়া ইস্তিরি,
যুবতী কন্যা নিল কাড়ি,
জংগলে পলেয়া গেইলোম, গোরস্তান স্মশান হয়া গেইল
হামার বাপোদাদার বাড়ি,
হামার নিজের ভিটা, নিজের মাটি চলি গেইল শয়তানের দখলে।

লালকোরাস। অবধান, করো অবধান।

নূরলদীন। একদিন অনেক যুক্তি করি ভাবি চিন্তি সকরের তরফে মুঁই
এক দরখাস্ত করিলোম ভদ্রমতে
কোম্পানীয় ঘরে, কোম্পানীর কালেকটর তোমার মারফতে।
উযাতে কইলোম, সহোর অতীত হয়া গেইছে হামার হাল,
আর সহ্য না হয় কোনোমতে।

লিখিলোম, ইয়ার প্রতিকার তোমরা নিশ্চয় করিবেন,
জরুরী জানিয়া এই এলাকা হতে দেবী সিংক তুলিয়া নিবেন,
আর, জমিদারের চাবুক কাড়ি নিবেন,
আর কাড়িয়া নিবেন মহাজনের ঘরে হামার সুদের উপর সুদ
লিখিয়ার খাতা।
আর নীলের চাষ হতে হামার জমি ফিরিয়া দিবেন হামাকে,
য্যান ন্যায্য খাটিবার পাই, ঘর হামার ফিরিয়া দিবেন
য্যান গুঁজিবার পাই মাথা।
মোতরা এই করিবেন নিশ্চয় আর
যা করিবেন করিবেন এই মাসের ভিতরে,
যদি এই মাস পার হয়া যায়, তবেহামরা কোনো দোষী নই,
হামার এই দুই হাত যা করে।

লালকোরাস। অবধান, করো অবধান।

নূরুলদীন। হামার সেই শ্যাষকথা।

রালকোরাস। অবধান, করো অবধান।

নূরলদীন। সেই তারিখ পার।

লালকোরাস। করো অবধান।

নূরলদীন। তোমরা চুপচাপ।

লালকোরাস। করো অবধান।

নূরলদীন। তবে?

লালকোরাস। অবধান।

নূরলদীন। এই শ্যাষ বুঝিলোম, তোমার ইচ্ছাও নাই কিছু করিবার।

লালকোরাস। অবধান।

নূরলদীন। আর কোনো বিচার কি প্রতিকার
না চাই তোমার।
কন, বাহে, কন।

লালকোরাস। আর কোনো বিচার কি প্রতিকার
না চাই তোমার।

নূরলদনি। কন, বাহে, কন।
একজোট হয়া সবে এক সাথে কন—
হামার দ্যাশে হামার অধিকার।

নূরলদীন। হারে, মজুর কিষান হামরা খাটি
সোনা ফলায় হামার মাটি
সেই সোনাতে তোমার কোনো নাই হে অধিকার।

লালকোরাস। সেই সোনাতে তোমার কোনো নাই হে অধিকার।

নূরলদীন। বন্ধ করি দিলোম তোমার পথ বন্ধ করি।

লালকোরাস। বন্ধ করি দিলোম তোমার পথ বন্ধ করি।

নূরলদীন। এবার হতে হামার হাতে নিনু হামার ভার।

লালকোরাস। এবার হতে হামার হাতে নিনু হামার ভার।

নূরলদীন। মজুর কিষান জালুয়া যোগী আছে হামার সাথে।
এবার হতে বিচার আচার আইন হামার হাতে।

লালকোরাস। অবধান, অবধান।
অবধান, অবধান।

নুরুলদীন। হেই, সাবোধান, সাবোধান।

লালকোরাস। সাবোধান, সাবোধান।

নৃত্যের নেতৃত্ব দেয় নুরলদীন। দুরে সরে এসে আব্বাস স্বগতোক্তি করে।

আব্বাস। পাগল, পাগল তাকে বলিবে দুনিয়া—
এই নূরুলদীনের কাণ্ড দেখিয়া শুনিয়া।
দুশমন—নগদে রাক্ষস,
সুস্থ কারো হয় না সাহস,
ভারে কোটে আসি খাড়া হয়া, বাহে, চেতিয়া নির্ভয়।
উন্মাদ না হয়া যায়? বেকুব তো নয়।

লালকোরাস। কুঠিয়াল, হেই সাবোধান।
দেবী সিং, হেই সাবোধান।
জমিদার, হেই সাবোধান।
মহাজন, হেই সাবোধান।

আব্বাস। বিচার কি প্রতিকার
যদি নিজ হাতে হয় নিতান্ত নিবার,
কোন দরকার
ছিল তার কুঠি আসি চিৎকার দিবার?
কোন দরকার ছিল তার
লোকজন ধরি আসিবার?
পাগল বা বেকুব তো নয়।
তবে কোন কথা হয়?
কোন বুদ্ধি তার?

এতক্ষণে নূরলদীন আব্বাসের কাছে এসে গেছে।

নূরুলদীন। বুদ্ধিটা কেমন, বাহে? কি বা মনে হয়?
যেহেতু গোরার দল প্রতিকার করিবার নয়,
হামারে তা করা বাদে কোনো পথ নাই।
অথচ খেয়াল করি দ্যাখো মোর ভাই,
হামার একার কোনো সাধ্য শক্তি নাই,
যদি না হামার সাথে সকলকে পাই।
সকল তো এক নয়?
তুমুল সাহস কারো, কারো মনে ইতঃস্তেত, কারো মনে ভয়।
তাই মুঁই আগে হতে কোনো কথা জানান না দিয়া
সকল মানুষ অনি আসিলোম কাভার বান্ধিয়া।
গোরার নিকটে মুঁই করিলুঁ যে উচ্চারণ, ভাবি দ্যাখো মনে,
ইয়ার পরে কি গোরা ছাড়ি দিবে কোনো একজনে?
অকস্মাতে লোক দেখি গোরা চুপচাপ,
ফজর হইলে তাঁই না করিবে মাফ।
তলাশ করিবে তাঁই এই দলে ছিল যাঁই যাঁই,
তখন বারোঁ কি মরোঁ সকলের এক জোটে থাকা বাদে কোনো পথ নাই।
এই বুদ্ধি—না করিয়া,
সকলকে টানি আনি সকলের পত বন্ধ দিলোম করিয়া।
পথ বন্ধ করি সেই একে পথ রাখিলোম বাকি—
হাতিয়ার হাতে নেন, হন মোর সাথী।

আব্বাস। বুঝিলোম। তবুও হামার কিছু কথা গেল থাকি।
ঘরে যাও, আসোঁ মুঁই পাছে পাছে দেখি।

নূরুলদীন। ঘর?— ঘর কোনঠে আব্বাস মণ্ডল?
আজি হবে তোমার হামার ঘর— মাঠ, ঘাট, গহীন জঙ্গল।
সাবোধান, হেই সাবোধান।

সাসোধান, হেই সাবোধান।

লালকোরাস। সাবোধান, হেই সাবোধান।
সাবোধান, হেই সাবোধান।

সবাই চলে যায়। মঞ্চে থেকে যায় কোম্পানী পক্ষ। লেফটেন্যান্ট পিস্তল তুলে নূরলদীনের দিকে তাক করে পেছন থেকে। গুডল্যাড হাত তুলে তার পিস্তল নামিয়ে দেয়।

গুডল্যাড। আমরা সংখ্যায় কম। যেতে দাও। ঐ দস্যুগণ
অচিরেই টের পাবে পরিণাম কতটা ভীষণ।

কোম্পানীর সবাই চলে যায়। কেবল নীলকোরাসের একজন মঞ্চে থেকে যায়। তার ওপর আলো উজ্জ্বল হয়ে দিবস রচনা করে।

সপ্তম দৃশ্য

মঞ্চে একজন নীলকোরাস। ঢোল সহরত করতে করতে দু'জন নীলকোরাস আসে।

নীলকোরাস। সৃষ্টি সৃষ্টি সৃষ্টি পরমেশ্বারের
জমি জমি জমি বাদশাহের
হুকুম হুকুম হুকুম কোম্পানীর।

ঢোল বাজায়। পূর্ববর্তী নীলকোরাস এবার ঘুরে ঘুরে ঘোষণা করে।

নীলকোরাস। এই এলানদ্বারা তামাম সুরা বাংগালার প্রজাবৃন্দকে জানানো যাইতেছে,
কোম্পানী বাহাদূরের অশেষ যত্ন এবং সুচারু ব্যবস্থা সত্ত্বেও
কতিপয় দুবিনীত ব্যক্তি এখন পর্যন্ত সমাজের অভ্যন্তরে রহিয়া গিয়াছে,
ইঁহারা অশেষ প্রকার দুস্কৃত সাধনে তৎপর রহিয়াছে,
পরগণায় পরগণায় লুণ্ঠন ও নরহত্যা করিতেছে,
সরলমনা কৃষক ও কারিগরদিগকে আপন আপন কর্ম করিতে বাধা দিতেছে,
নানা মিথ্যা বাক্যে তাহারা প্রজাবৃন্দকে দস্যুদলে যোগ দিতে প্রলুব্ধ করিতেছে।
জানিবেন, জানিবেন, জানিবেন,
এই দস্যুদিগের হাত হইতে প্রজার সম্পদ, শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায়
কোম্পানী বাহাদুর বদ্ধ পরিকর জানিবেন।

ঢোল বাজায়। এবার পরবর্তী নীলকোরাস ঘোষণা করে।

নীলকোরাস। হুকুম হুকুম হুকুম,
নিজস্বার্থে দস্যুদিগের গতিবিধির সংবাদ সরবরাহ করুন।
হুকুম হুকুম হুকুম,
নিজস্বার্থে অবিলম্বে দস্যুদিগকে ধরাইয়া দিউন।

ঢোল বাজায়। পূর্ববর্তী নীলকোরাস ঘোষণা করে।

নীলকোরাস। যদি কোনো গ্রামে দস্যুরা আশ্রয় লইয়াছিল— এই সংবাদ পাওয়া যায়,
সেই গ্রামে পাইকারি জরিমানা ধার্য করা হইবে।
যদি কেহ দস্যুদিগের সংবাদ জনিয়াও গোপন করে
সেই ব্যক্তিকে ক্রীতদাসরূপে বিক্রয়করা হইবে।
দস্যুদিগের পরিবারের প্রতিটি সদস্যকেও ক্রীতদাসরূপে বিক্রয় করা যাইবে।

দস্যু কেহ ধরা পড়িলে তাহার ফাঁসী হইবে।
নিজগ্রামে প্রকাশ্যস্থলে তাহার ফাঁসী দেওয়া যাইবে।
যাবত না পচিয়া গলিয়া নিশ্চিহ্ন হয়,তাহার লাশ ঝুলাইয়া
রাখা হইবে।

সকলে। হুকুম হুকুম হুকুম
সৃষ্টি পরমেশ্বরের
জমি বাদশাহের
হুকুম কোম্পানী বাহাদুরের।
দস্যুদিগকে ধরাইয়া দি—উ—ন।

ঢোল বাজিয়ে ঘোষণা করতে তারা চলে যায়।

বিরতি

অষ্টম দৃশ্য

বিরতিকাল পার হয়ে যাবার কিছু আগে থেকেই লালকোরাস বিচ্ছিন্নভাবে আসবে এবং ভূমিতে নিদ্রা যাবার উদ্যোগ করবে। মধ্যরাত। পূর্ণিমা। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়ে। আব্বাস আসে। কেউ তাকে জায়গা দেয় শোবার জন্যে। আব্বাস নীরবে প্রত্যাখ্যান করে, দেখতে থাকে আকাশ, নক্ষত্র, চাঁদ। সবাই ঘুমিয়ে যায়।

আব্বাস। নিলক্ষা আকাশ নীল, পনে পন জ্বলি আছে তারা।
সুমার না করা যায়, হয়া যায় সবে দিশাহারা।
মোহরের ছালা য্যান পড়ি গেছে কোম্পানীর মাঠে,
উয়ার ভিতর দিয়া গাবুরালি করি চান হাঁটে।

কখন নিঃশব্দে পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে নূরলদীন। সে এখন আব্বাসের পিঠে হাত রাখে।

নূরলদীন। আব্বাস।

আব্বাস। নূরলদীন।

নূরলদীন। এলাও জাগিয়া আছো? নিঁন
যাও নাই? সবে নিঁন যায়।
তুমি জাগিয়া একায়?

আব্বাস। তুমিও যে আসিলে উঠিয়া
যাও, ঘরে একা তোমার আম্বিয়া।
অচিন জায়গা, যদি কুস্বপ্ন দেখি ওঠে তাঁই?

নূরলদীন। কূস্বপন? স্বপনের অন্য জাত নাই?
কূস্বপন তবে যে বলিলে?

অব্বাস। কিছু নয়, কিছু নয়।— দ্যাখো, চান ভাসি যায় নীলে।
দেখিলে এমন চান, কাঁই কয়, এত কষ্ট, এত দুঃখ আছে দুনিয়ায়?

নূরলদীন। হয়, বাহে, হয় হয়। পুন্নিমায় চান হাঁটি যায়
মাথার উপর দিয়া, নিচে না তাকায়।
হামার তিস্তার পানি রক্তে রাঙি যায়,
নিলক্ষার নীল দিয়া চান হাঁটি যায়।
হামার সন্তান কান্দে খা—খা আঙিনায়।
পুন্নিমার চান, তার কিবা আসি যায়?
পুন্নিমার চান নয়, অনাহারী মানুষেরা চায়
ধানের সুঘ্রাণে য্যান বুক ভরি যায়,

পুন্নিমার মতো হয় সন্তানের মুখ রোশনাই।
ইযার অধিক মুঁই কিছু চাঁও নাই।
হামার সিনায় যদি কান পাতি শুনিস, আবআস।
ইয়ার অন্যথা নাই, দমে দমে একে সে আওয়াজ।

আব্বাস। সোয়াল তো করোঁ নাই?
তবে ক্যানে হঠাৎ সাফাই?

নূরলদীন। সাফাই? সাফাই? কই? নয় তো। নোয়ায়।

আব্বাস। হামাক না কওয়া যায়?—
তোমার মনোতে কোন কাঠঠোকরায়
ঠুকি ঠুকি খায়?
সেই কোন কাল হতে সুখে দুঃখে বুকে বুকে আছোঁ এক সাথে,
য্যান দুই ভাই আছোঁ, ভাগ করি খাঁও একে পাতে।
এতকাল পরে
গোপন করিলে মন, সেই দুঃখ মনোতে না ধরে।
কও বাহে, কোন কথা? মন খুলি কও।

নূরলদীন। আম্বিয়ার পরে মুঁই তত খুশি নঁও।

আব্বাস। কবে হতে? ক্যানে? মুঁই তাজ্জব শুনিয়া,
তোমার ইস্তিরি তাঁই, তুমি তার পতিধন, তোমাকে সে নিয়া
এমন গৌরব করে, অহংকার করে—
তুমি খুশি নঁও তার পরে?

নূরলদীন। বোঝে তাঁই, যাঁই সাথে থাকে, যাঁই ঘরবাস করে।

আব্বাস। হয়, হয়।

নূরলদীন। তোমার সংসার নাই, ঘর নাই, বাহে,
বুঝিবেন তোমরা কি ভাবে?

আব্বাস। হয়, হয়।

নূরলদীন। উদাম বৃক্ষ যে হও, তোমার ভালেতে ঘিরি নাই স্বন্নলতা।
তুমি না বুঝিবে।

আব্বাস। নারীকে বোঝোঁ না মুঁই, সত্য এই কথা।
তবে সেটা উপস্থিত কোনো কথা নয়।
দেখিয়া বন্ধুর দুঃখ, শুনি তার কথা,
শুনিবার ইচ্ছা হয় কিসে তার ব্যথা।
যদি না গোপন হয়,
কও, কিসে দুঃখ দিল, কিসে পাও ব্যথা ?

নূরলদীন। বলিয়াও পরিনু বিপদে।
কি ভাবে প্রকাশ করোঁ?—তামাম নগদে
এই— পরিবার আম্বিয়া হামার,
তাঁই যদি না বোঝে হামাক তবে কার কাছে আশা আছে আর?
দুনিয়ার সকল জোড়ার
জোড়ায় মিলিয়া তবে দ্যাখো শোভা হয়।
গড়ন ধরণ তার আয়নার ছবির মতন যদি এক মতো হয়,
তবে সেই জোড়াও ভাঙ্গিতে
দেখা যায় মালেকুল মউতকে কান্দিতে।

আব্বাস। ভাংগিবার কথা কও, ভাংগিবার কথা ক্যানে আসে?

নূরুলদীন। আসে, বাহে, আসে।
মাঝির অন্তর যদি ভাঙ্গি যায়, নৌকা তার টুকরা হয়া নদীজলে ভাসে।

আব্বাস। পষ্ট করি কও, বাহে, পষ্ট করি কও কিবা মনে,
ক্যানে কথা কও আশেপাশে?

নূরলদীন। আম্বিয়া খোয়াব দ্যাখে, মুঁই বসি আছোঁ সিংহাসনে
আর তাঁই রাজরাণী বসি আছে পাশে।

আব্বাস। আম্বিয়া তোমাক বড় ভালোবাসে।

আব্বাস ঈষৎ হাসতে থাকে, দীর্ঘক্ষণ।

নূরলদীন। নবাবের সিংহাসনে বসিবার কোনো লোভ নাই যে হামার,
কাঁই না জানেও যদি, জানা আছে নিশ্চয় তোমার?
মানুষ না বিশ্বাস করিলে, খাকোঁ য্যান তোমার বিশ্বাসে।—
স্মরণ কি হয় রে, আব্বাস? এ?
পাথারের পরে সেই পুন্নিমায় নাচ?
মানুষ হামাকে তুলি মাথার উপরে?
দেওয়ানের মারফতে জরুরী খবরে
নিশীথের তেসোরা পহরে
মোর ঘরে আসিলে আব্বাস, ভুলি গেইছ কি, বাহে?

আব্বাস। নয়, নয়, এলাও স্মরণ আছে,
আমি আসিতেই, হাত ধরি সোয়াল করিলে,
তোমাকে না দেখিনু যে গণের মিছিলে?

নূরলদীন। হামারও স্মরণ আছে, উলটা তুমি সোয়াল করিলে,
কেমন আক্কেল, বাহে, মানুষের মাথায় চড়িলে?
এলাও স্মরণ আছে, আব্বাস, আরো কি বলিলে,
বলিলে, নাচায় লোকে— হামাকে নাচায়,
নাচে না নূরলদীন, নাচে পুতুলায়।

আব্বাস। হয়, হয়।

নূরলদীন। এলাও স্মরণ আছে আরো কি বলিলে।

আব্বাস। বলিলোম এই কথা মুঁই,
এককালে সুঁই,
অন্যকালে তাঁই ফাল হয়। বলিলাম, ভাই—

নূরলদীন। কোম্পানীর গোলা আছে, কামান বন্দুক আছে,
আর আছে শিক্ষিত সিপাই।
তোমার নাচন ছাড়া কিবা আছে?
লাঠি? তাও কারো কারো নাই।
পরাজয়
হইবে নিশ্চয়।
আরো কি বলিলে তুমি আরো কি বলিলে,
তোমাক মাথায় করি নাচে যারা সকালে বিকালে,
পরাজয় কালে
তারায় তোমাকে দোষ দিবে শেষকালে।
পরাজয় কালে
তারায় তোমাকে দোষ দিবে শেষকালে।
ফিরি না দেখিবে তারা তোমার এ লাশ।
—আব্বাস,
বন্ধু বলি, ভাই বলি জানোঁ যে তোমাক,
তাই শুনিয়া তোমার কথা—খাক
হয়া গেলেও অন্তর,
সেই দিন নিশীথের তেসোরা পহর
চুপ করি ছিনু মুঁই,
বাকি কি কইছ, বাহে, শোনোঁ না কিছুই।

আব্বাস। বাকি এই কইছিলু, হামার বিশ্বাস,
মানুষ আসরে চায়, কিবা চায় জানো?
জয়—জয়—জয় করি আনো।
মানুষ বিজয় চায়,না চায় সে লাশ।
মানুষ যে বিজয় চায়, না চায় সে লাশ।

মনুষ যে তৈয়ার নোয়ায়।
মানুষ নগদে চায়,
ইধর্য্য না ধরিতে চায়,
নিজের জীবন ছাড়ি দূরে না তাকায়,
বড় লম্বা আন্দোলনে হয়তার অন্তরে তরাশ।
আরো এই কইছিঁলু, বাহে,
হামার সন্দেহ রাগে,
এই আন্দোলনে
বিজয় না আসিবার নগদ জীবনে।
অতএব, না নাচিয়া লোকের কথায়
হঠাৎ ঝাঁপ না দেও পাহাড়ী সোঁতায়।
নগদে নাচি না উঠি,
গণগুন্টি এক সাথে জুটি
গোড়া হতে ধীরে ধীরে গড়ি তোলো দেশের সন্তান,
এমন মাটিতে করো সবাকে নির্মাণ
য্যান তারা জমিদার মহাজন কি নবাব না হয়,
য্যান তারা হাসিমুখে ভাগ করি খায় অন্নপান,
গোরা তো বিদেশী, বাহে,
নবাব কি মহাজন বিদেশী তো নয়,
হামার তোমার মতো তারও জন্ম এই দ্যাশে হয়।
কও কি নিশ্চয় আছে, হামারে ভিতর থেকি আবার হবার নয়
অত্যাচারী জন,
যদি না পায়ের মাটি শক্ত করো, ধৈর্য ধরি করো আন্দোলন?—
লাগে না লাগুক, বাহে, এক দুই তিন কিম্বা কয়েক জীবন?

নূরলদীন। হয়, হয়, হয়।
তবে যে আব্বাস মোর সহ্য না হয়,
মোটে যে সহ্য না হয় দেখিয়া নগদ,
মোটে যে সহ্য না হয় দেখিয়া তাবৎ?

আব্বাস। তবুও খেয়াল করি দেখিও ভাবিয়া—
অন্য পরে কথা নাই, তোমার আম্বিয়া,
হবার সে চায় রাজরাণী, ক্যানে চায়?
হামার সে একে কথা, মানুষ এরাও মোটে তৈয়ার নোয়য়
যে, ভাবিবার পায়
নুতন নুতন কোনো, রানীর খোয়াব তাই দ্যাখে আম্বিযায়।
কুস্বপনে
তোমাক বসায় তাঁই রাজসিংহাসনে।

নূরলদীন। আছে আল্লা মাথার উপরে
আর এক অগ্নি আছে হামার ভিতরে,
এমন সে অগ্নি তাতে সিংহাসন পোড়ে
পুড়ি যায়।
কি জানিবে দুনিয়ায়, আর কি জানিবে আম্বিয়ায়?

অশান্ত পায়চারী করে নূরলদীন। আব্বাসের ঘুম পেতে থাকে। হঠাৎ নূরলদীন এসে আব্বাসকে ধরে বলে।

নূরলদীন। মনে নাই, কোন কথা কইছিনুঁ তোমার জবাবে?
মানুষের উমালি ধুমালি, তাতে কিবা আসি যায়?
জনে জনে এই কথা বোঝামো সবায়,
শিকল আনিয়া দিবে পুনরায় রাজায়, নবাবে।
অন্তরে আসন দিও, নয় কোনো রাজসিংহাসন।

আব্বাস নীরবে লক্ষ্য করে নূরলদীনকে। নূরলদীন তার কাছে যেন উত্তরের আশা করে একবার। পায় না। আবার সে অশান্ত পায়চারী করে।

নূরলদীন। রাজসিংহাসন?
জঙ্গলে আসিয়া ডেরা বান্ধিবার পরে
কিষানের বাহিনী গড়িয়া,
সবার সম্মুখে মুঁই নিজ হাতে বন্দুক ধরিয়া
ফতেপুর, কাকিনায়, টেপায়, পাংশায়

এই কয়মাসের ভিতরে,
যত যুদ্ধ করিলেম তুচ্ছ করি নিজের জীবন,
করিলোম কিসের আশায়?
রাজসিংহাসন?
জীবন হাতোতে করি গভীর নিশীথে, কি কারণ?
কিসের লোভেতে
নায়েব গোমস্তাগণ বধ করিলোম—দাওয়ের কোপেতে?
নবাব নূরলদীন? জানে এক আল্লাতালায়
অন্তরে অগ্নিতে পুড়ি যয় সিংহাসন
যত আছে, যত না হইবে রাজ সিংহাসন এই দুনিয়ায়।
সিংহাসন?
মুঁই চাঁও, রাজসিংহাসন?
অন্তরে ধরিয়া অগ্নি চাঁও সিংহাসন?

আব্বাস। শোনো হে নূরলদীন, মানুষ এমন
এক সৃষ্টিছাড়া জীব,
উয়ার অন্তর কেহ পারে নাই করিতে জরীপ।
জগৎ নিন্দুক বলি আব্বাসের দুর্নাম আছে।
কেনে পুছ করো তার কাছে?

নূরলদীন। তোমার কি মনে খায়, জানিবার চাঁও।

আব্বাস। কেমনে বুঝাও,
কাঁইও না কবার পারে এই দুনিয়ায়
মানুষের মন
কখন কি চায়।
এই আছে এক চিন্তা এক ভাবে করিয়া ধারণ,
সময় বিশেষে ফির নর চিন্তা যদি দেখা যায়?

নূরলদীন। আব্বাস? আব্বাস? —নয়—নয়।
তোমার এ পরীআ হয় হামাকে নিশ্চয়।
হয় কি না হয়?
পরীক্ষার কোন প্রয়োজন?
তোমারে কথায়, বাহে, একো সাথে আছোঁ আজীবন
য্যান দুই ভাই।
তোমার অজানা নাই।
অন্তরে হামার এই অগ্নির কারণ
যাতে পুড়ি যায় সিংহাসন।
তোমার অজানা নাই
কতকাল ধরি এই অগ্নি জ্বলে, কতদিন হতে।
অবিশ্বাস তবু দ্যাখোঁ তোমার চোখোতে।

আব্বাস। চোখ মোর ভাঙ্গি আসে, ভাইরে, নিন্দোতে।

আব্বাস হাই তুলে এক পাশে শুয়ে পড়ে। চোখ বোঁজে। নূরলদীন একা দাঁড়িয়ে থাকে। দূর থেকে বাঁশী ফুঁপিয়ে ওঠে। চাঁদের আলো স্তিমিত হয়ে আসে।

নূরলদীন। কোন কালে, কত না অতীতকালে, সেই একদিন।
একদিন। পুন্নিমা নোয়ায়।
মাথায় উপরে সূর্য অগ্নি ঢালি যায়।
তখন নূরলদীন
নিতান্ত চ্যাংড়ায়।
আট দশ বচ্ছরের। মক্তবেতে যায়।
খায় দায়। ঘুরিয়া বেড়ায়।
তিস্তার পানিতে পড়ি সারাবেলা মাতায় ঝাঁপায়
গাছ হতে ফল পাড়ি খায়।
ডাল ভাঙ্গি ফুল ছিঁড়ি দৌড়ি পলায়।
নিশীথে সে বাপের বগলে শুতি সুখে নিদ্রা যায়।
কেনো কোনো নিশীথে স্বপন দ্যাখে নীল নিলক্ষায়
ধবল বকের ন্যায় তাঁই উড়ি দুরান্তরে ভাসিয়া বেড়ায়।
একদিন ফজর বেলায়
মক্তবে সে যাবেবলি কেতাব-গুছায়।

এই কালে বাপ তাকে ডাক দিয়া কয়, 'বাপোরে নূরলদীন,
আইজে এ দিন
মক্তবে না গেলু হয়। মোর সাথে মাঠে যাবু, বাপ?'
শুনিয়া নূলদীন দেয় তিন লাফ।
মক্তবে না যাঁও যদি, পড়াশুনা মাফ।
সস্তাদের হাত হতে বাঁচি গেল কান।
মাঠোতে যতেক ইচ্ছা ফুর্তি করো, ফুর্তি দিনমান।
বাপের আগোতে তাঁই নাচি নাচি যায়।
নাঙল ধরিয়া কান্ধে বাপ তার আসিয়া পৌঁছায়।
মাঠোতে আসিয়া বাপ, মনে আছে আজিও ব্যাটার—
কেমন অচিন গলা, ছমন, য্যান অন্য কার
গরা ধরি কয় বাপ, 'এত্তি আয়, কাছে।' ডাকে ব্যাটাক বলিতে,
'পারবু নারে, নাঙল ঠেলিতে?
ঠেলিব নাঙল আজি বাপে ও ব্যাটায়।
আয়, বাপ, আয়।'
'জোয়ালে বলদ তবে জুতি দেও, বাবা,
আর, কেমনে চষিতে হয় আগোতে শিখাবা।
একবার দেখিলেই পারিব নিশ্চয়।'
বড় ফুর্তি। তিলেক দেরীও তার সহ্য না হয়।
নাঙল চষিবে, এও মজাদার বলি মনে হয়।
হঠাৎ নূরলদীন দেখিবার পায়,
দেখিয়া তাজ্জব তাঁই হয়া যায়, দেখিবার পায়,
বাপ তার নিজ কান্ধে জোয়াল তুলিল,
জোয়ালে সে অতি ধীরে নিজেকে জুতিল।
বলিল নূরলদীন, বেচইন, 'এ কি হয়? কোনঠে বলদ?'
'বাপ, আজি হতে নাঙলের নূতন বলদ।'
আবার নূরলদীন কান্দিয়া শুধায়,
'বাপজান, তুমি ক্যানে? বলদ কোন ঠাঁয়?'
'বলদ তো নাই বাপ, বেচিয়া নগদে
রাজার খাজানা শোধ দিনু কোনোমতে।'
অস্থির বলিল বাপ, 'আয়, বেলা হয় যায় বাপ,
কান্দে না কান্দে না, বাপ।
হাতে নে নাঙল তুই, মুষ্টি ধরি জোরে দিবু চাপ।
জোরে তুই শক্ত করি থাকিবু কষিয়া,
টানি টানি মুঁই যামো জমিন চষিয়া।'
আজিও নূরলদীন পস্ট সব পস্ট করি দেখিবার পায়,
মাথার উপরে সূর্য অগ্নি ঢালি যায়,
একখান মরা গাছে স্তব্ধ মারি শকুন তাকায়।
নিচে, নাঙলের লোহার ফলায়
ধীরে ধীরে মাটি ফাড়ি যায়।
থরথর করি কাঁপে মুস্টি তার, হাত থামি যায়,
বাপ উলটি ধমকায়, 'বজ্জাতের ঝাড়,
আবার থামিলে তোর ভাঙ্গি দেমো ঘাড়।'
আাবর নূরলদীন নাঙলের মুস্টি ধরে চাপিয়া ঠাসিয়া,
আবার জোয়াল টানি বাপ যায় জমিন চষিয়া,
জমিন চষিয়া চলে বাপ তার ভাঙ্গিয়া কোমর,
অগ্নি ঢালি যায় সূর্য বেলা দুপহর।
জোয়াল কান্ধেতে বাপ অকস্মাতে পড়ি যায় জমির উপর।
ঘাড় ভাঙ্গি পড়িয়া সে যন্ত্রনায় ছটফট করে কিছুক্ষণ,
তারপর, হঠাৎ মস্তক তুলি, নিলক্ষার পানে দৃষ্টি করিয়া স্থাপন,
বাপজান, বাপ মোর, ভাগাড়ে অন্তিমকালে পশুর মতন,
ডাক ভাঙ্গি উঠিল হাম্বায।
মানুষ উঠিল ডাকি পশুর ভাষায়।
শুব্ধ মারি শকুন ডাকায়।
মাথার উপরে সূর্য অগ্নি ঢালি যায়।
নিচে দেখা যায়,
তখন নূরলদীন দেখিবার পায়,
বাপ নয়, বলদ গড়ায়,
পাঁও খিঁচি এবার স্থির হয়া যায়,
স্থির দৃষ্টি দূর নিলক্ষায়,
শকুন ঝাপটি ওঠে দুরন্ত পাখায়,
বড় স্থির বলদ পড়িয়া আছে, মানুষ নোয়ায়।

উঠিল চিৎকার করি, একবার, নূরল তখন,
তখন নূরলদীন, শুনিল তখন,
তখন সে শুনিবার পায়,
নিজেরও গলার স্বর বদলিয়া গেছে তার গরুর হাম্বায়।
তখন, তখন তার অন্তরে নামিয়া সূর্য অগ্নি ঢালি যায়।
ঝটাত শকুন পড়ি মাংস খুলি খায়।
কোন কালে, কত না অতীতকালে, সেই একদিন।
একদিন।

নূরলদীন চোখ ফিরিয়ে আনে ঘুমন্ত সকলের দিকে। সবাইকে সে ঘুরে ঘুরে দ্যাখে।

নূরলদীন। যায় নিঁন।
সবে নিঁন যায়।
নিশীথে নামিয়া আসি নিঁন সব নিমেষে ভুলায়।
স্মরণ, মরণ, দুঃখ কষ্ট যত আছে দুনিয়ায়
নিঁন আসি মুছি নিয়া যায়
গোলাপের জলের তুলায়।
হামার না আসে নিঁন চোখের পাতায়।
হামার জগতে শব্দ শান্তি না পায়।
যখন স্তব্ধতা ধরি সবে নিঁন যায়।
হামার জগত ভাঙ্গি ডাকি ওঠে বলদ হাম্বায়।
সহ্য না করা যায়
সহ্য না করা যায়,
এমন যে আওয়াজ একা শোনা নাই যায়।
কাঁই সঙ্গে থাকিবে হামার?

নূরলদীন ঘুমন্ত প্রতিটি ব্যক্তির কাছে গিয়ে ফিসফিস করে ডাকে। কিন্তু কেউ জাগবে না।

নূরলদীন। আব্বাস— ভবানী— গরীবুল্লা— হরেরাম
কাঁই সঙ্গে শুনিবে হামার?
কাঁই সঙ্গে জাগিবে হামার?
মজিবর— নেয়ামত—নূরল ইসলাম—
বিপিন— অযোধ্যা— শম্ভূ— হায়দার—
এ নিশীথে কাঁই সঙ্গে জাগিবে হামার?

ইতিমধ্যে আম্বিয়া নীরবে এসে দাঁড়িয়েছে। নূরলদীন উঠে দাঁড়িয়েই দেখতে পায় তাকে।

নূরলদীন। আম্বিয়া।

আম্বিয়া। নিশীথের তেপহর। এলাও জাগিয়া?
গুহুম ডাকিয়া গেল। ধড়ফড়ি দেখিনু উঠিয়া
চাদর পড়িয়া আছে, মানুষটা নাই।
ছ্যাঁৎ করি উঠিল পরান— নাই, বুঝি নাই।

একদৃষ্টে আম্বিয়ার দিকে তাকিয়েছিল নূরলদীন। এবার তার হাত দু'হাতে টেনে নেয়।

নূরলদীন। আছোঁ, মুঁই আছোঁ।
মরো বাচোঁ
তোরে সঙ্গে আছোঁ।
আম্বিয়া, তুইও সঙ্গে থাকিস থামার।

আম্বিয়া। হাত ছাড়ি দেন। আশেপাশে লোকজন হয়।
ঘরোতে চলেন, মুঁই পাংখা করি দিলে নিঁন আসিবে নিশ্চয়।

নূরলদীন। আম্বিয়া, জাগিবি নিশি সঙ্গেতে হামার?

আম্বিয়াকে নিয়ে নূরলদীন চলে যায়। ঘুমন্ত মানুষেরা এখন মঞ্চে। নীরবতা। হঠাৎ বিউগলের আওয়াজ দূর থেকে শোনা যায়। দেওয়ান দয়াশীল ছুটে আসে। ঘুমন্ত লোকেরা দ্রুত উঠে পড়ে। আব্বাস পরিস্থিতি অনুধাবন করবার জন্যে একটু এগিয়ে যায়।

দয়াশীল। বাদ্য হয় বাদ্য হয় বাদ্য হয়
কোম্পানীর ফৌজের নিশ্চয়।

আব্বাস। কাতার না বান্ধেন, বাহে, সরি যান জঙ্গলের দিকে।
হামার না শল্লা হয় আক্রমণ করো কোম্পানীকে।
সরি যান, সরি যান, জঙ্গলের দিকে।

সকলে দ্রুত চলে যায়।

নবম দৃশ্য

নূরলদীনের দলকে খুঁজতে আসে নীলকোরাস। এক পর্যায়ে আমরা দেখব, পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে মরিস এবং লেফটেন্যান্ট। পরস্পরকে তারা যেন অভিযুক্ত করছে।

নীলকোরাস। তলাশ করো তলাশ করো তলাশ করি দ্যাখো।
তলাশ করো তলাশ করো তলাশ করি দ্যাখো।
দস্যু নূরলদীনে দ্যাখো আশেপাশেই আছে—
আছে আছে আছে
কম্পুর নয় উড়িয়া গেছে
মিছরিও নয় গলিয়া গেছে
আছে আছে আছে—
দস্যু নূরলদীনে কোথাও ঘাপটি মারি আছে।

কাঁই কইলে কাঁই কইলে পূবৃদিকে আছে?
সে ঠাঁয় দ্যাখোঁ জনমানুষের শতেক ঘর আছে।
ঘরগুলাতে আগুন দিলোম স্টকি পড়ে পাছে।
আংগরা করি দিলোম তবু মানুষ মরে নাই।
পশ্চিমেতে আবার শোনোঁ শিঙা কুঁকায় কাঁই।

তলাশ তলাশ তলাশ
জ্যান্ত পারেন মড়ায় পারেন আনেন উয়ার লাশ।

কাঁই কইলে কাঁই কইলে পশ্চিমেতে আছে?
পশ্চিমেতে ফাঁসী দিলোম মানুষ ধরি গাছে।
চৌমাথাতে শতে শতে কিষান ঝুলি আছে।
শ্মশান করি দিলোম তবু আওয়াজ ম্যানে পাই?
দক্ষিনেতে আবার দ্যাখোঁ বাদ্য বাজায় কাঁই।

তলাশ তলাশ তলাশ
জ্যান্ত পারেন মড়ায় পারেন আনেন উয়ার লাশ।

কাঁই কইলে কাঁই কইলে দক্ষিনেতে আছে?
ডিং খরচা নূরলদীনে সে ঠাঁয় তুলিয়াছে।
দক্ষিনেতে বন্ধ করি দিলোম খেওয়াঘাট।
ভাত বন্ধ করি দিলোম বন্ধ বাজারহাট।
উত্তরতে আবার শোনোঁ বাজার বসায় কাঁই।

তলাশ তলাশ তলাশ
জ্যান্ত পারেন মড়ায় পারেন আনেন উয়ার লাশ।

কাঁই কইলে কাঁই কইলে উত্তরেতে আছে?
উত্তরেতে হামার সাথে এবার আছে গোরা
কামান আছে বারুদ আছে, আছে টাট্টু ঘোড়া।
ঘোড়ায় চড়ি করেন ধাওয়া, হাঁটিয়া চলে তাঁই।
চোখের পলক না ফেলিতৈ আশেপাশেও নাই।

আছে আছে আছে
পংখী তো নয় উড়িয়া গেছে
মন্ত্রও নয় মিলিয়া গেছে
আছে আছে আছে

তলাশ করো তলাশ করো তলাশ করি দ্যাখো
তলাশ করো তলাশ করো তলাশ করি দ্যাখো
তলাশ ডলাশ তলাশ
জ্যান্ত পারেন মড়ায় পারেন পানেন উয়ার লাশ।

খুঁজতে খুঁজতে নীলকোরাস বেরিয়ে যায়। লেফটেন্যান্ট ও মরিসের আলোচনা শোনা যায়।

মরিস। আপনার অনুমান, দস্যুরা এখানে আছে, এই পাটগ্রামে।

লেফটোন্যান্ট। আপনার তো নিশ্চিত।

মরিস। আপনি বলতে চান, যেহেতু এখান থেকে জঙ্গল নিকটে
এবং নদীও খুব দূরে নয়, তাই
এখানেই দস্যুদের ডেরা।— কিন্তু
আমার ধারণা—

লেফটেন্যান্ট। আপনার ধারণার পেছনে পেছনে,
মিন্টার মরিস, এই দীর্ঘ ছয় মাস
ধাওয়া করে বেড়িয়েছি, দস্যু নয়— শুধু বুনোহাঁস।

মরিস। বুনো হাঁস? বুনো হাঁস?
দস্যুদল আপনার মতো কোন উর্দি পরা নয় যে সহজে
সনাক্ত করা সম্ভব, এবং
লেফটেন্যান্ট, যদি তারা কৃষক গৃহস্থ হয়,
যদি তারা হয় মোল্লা পুরোহিত আর
কারিগর মাঝি মাল্লা মক্তবের টোলের শিক্ষক ছাত্র,
তাহলে নিশ্চয়
গোটা রংগপুরই এক দস্যুডেরা হয়?
শুধু রংপুর কেন? কুচবিহার দিনাজপুর
এর সঙ্গে ধরে নিতে হয়।
রাজা আর কোম্পানীর নামে, লেফটেন্যান্ট,
আমার কর্তব্য আমি পালন করছি।
আপনার বিদ্রুপ সত্ত্বেও।
যথাসাধ্য। বিশ্বস্ততাসহ।

লেফটেন্যান্ট। ধন্যবাদ। বিশ্বস্ততাসহ।
আমি তো সৈনিক, শব্দ ব্যবহারে ঠিক
ততটা নিপুণ নই। আঘাত অনিচ্ছাকৃত। ক্ষমা করবেন।

মরিস। বিনয়!

লেফটেন্যান্ট। অর্থাৎ?

মরিস। সংলাপ এবং অস্ত্র, দুইই বেশ নৈপুণ্যের সাথে
আপনি যে ব্যবহার করতে জানেন—
প্রত্যক্ষ না করলেও কানে কিন্তু এসেছে আমার।
চাঁদমারি।— এবং কুঠিতে।

লেফটেন্যান্ট। কুঠিতে?

মরিস। টমসনে কুঠিতে।

লেফটেন্যান্ট। তাহলে আরেকবার ক্ষমতা করবেন।
এবার বিদ্রুপ নয়। হয়ত রুঢ়তা বলে মনে করবেন।
তবুও আমাকে
বলতে হচ্ছে যে,
আমি কিন্তু আপনার কর্তব্য পালনে ঠিক ততখানি নৈপুন্য দেখিনি।

মরিস। লেফটেন্যান্ট।

লেফটেন্যান্ট। বিস্তৃত করতে দিন। স্মরণ করিয়ে দিতে দিন
যে, কোম্পানী বাহাদুর কেন এই নতুন পদটি
বঙ্গদেশে সৃষ্টি করেছেন—
রেভেনিউ সুপারভাইজার—
বর্তমানে রংগপুরে আপনিই াসীন যে পদে।

মরিস। রাজস্ব আদায় সংক্রান্ত তত্ত্বাবধান।

লেফটেন্যান্ট। ‘সংক্রান্ত’ শব্দটি। এর অর্থ এই নয়—

পরিষ্কার আপনার এ দায়িত্ব নয়?—
কোম্পানীর ম্যানুয়েল অনুসারে,
যে,
রাজস্ব আদায়ে কারা বাধা দিচ্ছে, কারা
কোম্পানীর বিরোধীতা করছে কোথায়, সে সব সংবাদ রাখা?
গোয়েন্দা নিয়োগ করা? জনপদে? গ্রামে গঞ্জে? চাকলায়? মৌজায়?
এবং গোয়েন্দা মারফতে উদ্বেগজনক কোনো তথ্য পেলে, অবিলম্বে
আরো অনুসন্ধানের জন্যে আরো বিপুন গোয়েন্দা সেই অঞ্চলে
পাঠানো?
এবং এ আপনারই দায়িত্ব কি নয়?—
কোম্পানীর বাহিনীকে সর্বতো সাহায্য করা বিদ্রোহ দমনে?—
বিদ্রোহরি আস্তানা 'সংক্রান্ত' সঠিক সংবাদ দিয়ে সামরিক বাহিনীকে?
কোম্পানীর রেভেনিউ সুপারভাইজার,
মিস্টার মরিস, দয়া করে বলবেন?—
আপনার কোন তথ্য, একটিও এই ছমাসে
এতটুকু সাহায্য করেছে? কোম্পানীকে?
বিদ্রোহ 'সংক্রান্ত' এই অভিযানে?

মরিস। আপনি কি তাহলে নির্দিষ্টভাবে আমার বিরুদ্ধে
অভিযোগ আনছেন?

লেফটেন্যান্ট। না, মিস্টার মরিস, না।

মরিস। অবশ্যই এনেছেন। তাই শুধু এটুকু বলছি,
রংগপুরে অভিযোগ করুন, এবং
অমার উত্তর আমি কালেকটর গুডল্যাডকেই দেব।

লেফটেন্যান্ট। আর ইতোমধ্যে এই দস্যুদল আরো নির্বিচারে
নরহত্যা করে যাবে, কেড়ে নিয়ে যাবে
কোম্পানীর প্রাপ্য যে রাজস্ব?
এই তবে চান?
উত্তপ্ত মুহূর্তে নিজেদের কোনো তীক্ষ্ম উচ্চারণে
নিজেরাই বিদ্ধ হয়ে যদি অস্ত্র—রুপকার্থে— ধরি, পরস্পর,
তাহলে কে কোম্পানীর হয়ে
কোম্পানীর স্বার্থে অস্ত্র তুলে নেবে কোম্পানীর শত্রুর বিরুদ্ধে?
এবং কোম্পানী— এক অর্থে জননী যে,
আমরা কেউ তো তার স্তন্য থেকে বঞ্চিত হইনি।
এই দুগ্ধ নিরাপদ রাখা
আমাদের স্বার্থেই কর্তব্য।
গুডল্যাডও তাই বলবেন।
— বন্ধু?

ক্ষণকাল ইতঃস্তত করে মুখে হাসি এনে মরিস করমর্দন করে তার।

মরিস। বন্ধু।

দু'জনের মুখেই হাসি কিছু কাল খেলা করে। তারপর হাত ছেড়ে দিয়ে, যে এখন গুরুতর
বিষয়ে আবার—

মরিস। আপনি বলছিলেন—

লেফটেন্যান্ট। দস্যুদের অবস্থঅন গতিবিধি সম্পর্কে কিছুই
নেটিভের কাছ থেকে জানা অসম্ভব।
আমার বিশ্বাস,
আপনার গোয়েন্দারা প্রায় সকলেই
এখন নূরলদীন নামে এই লোকটির অনুগত হয়ে গেছে। তাই—

মরিস। আমি এই লোকটিকে এখনো বুঝি না।

লেফটেন্যান্ট। গোয়েন্দারা কিছুতেই সংবাদ দেবে না।
দিলেও হয়ত দেবে এমন সংবাদ, ভুল পথে নিয়ে যাবে।
আমি আর নেটিভকে বিশ্বাস করি না।
পোড়ামাটি নীতি তবে চালাবো আবার?
এই ছয় মাস ধরে সারা রংগপুরে
দেখলাম শহর বন্দর গ্রাম অগ্নিকুণ্ডে পরিণত করে,
সর্বস্বান্ত হবে তারা, প্রাণ দেবে, তবু
নূরলদীনর কোনো সংবাদ দেবে না।

মরিস। আমি এই লোকটিকে এখনো বুঝি না।

লেফটেন্যান্ট। অতএব, সিদ্ধান্ত আমার,
কাছেই মোগলহাটে অবিলম্বে কোম্পানীর সৈন্য বৃদ্ধি করা,
ধীরে ধরিে ঘিরে ফেলা, ফাঁস ক্রমে ছোট করে আনা,
এবং দস্যুকে ক্রমশঃ প্রলুব্ধ করা
গোপন আস্তানা থেকে বেরিয়ে যেন সে
আমাদের বাহিনীকে আক্রমন করে।

মরিস। আমি এই লোকটিকে বুঝতে পারি না।
নিজে সে মুসলমান, অথচ মুসলমান তার হাতে নিহত হয়েছে
ঠিক হিন্দুর মতই, একই হারে, কখনো বা একই হামলায়।
হিন্দু নয়, মুসলমান সে,
যে মুসলমান মন্দির প্রতিমা ধ্বংস পূণ্য বলে মনে করে জানি,
অথচ হিন্দুরা এই লোকটিকে, একনজ মুসলমানকে
দেবতার মতো পূজা করে।
আমি এই লোকটিকে বুঝতে পারি না।
বংগদেশে অন্য কোনো বিদ্রোহীর মতো
কেন এই লোকটি কখনো
কোম্পানীর কুঠি কিংবা কবাহিনীকে হামলা করে না?

লেফটেন্যান্ট। আমি বলব না— ভয়ে সে করে না— যদি সে করে না,
সৈনিক বলেই বুঝি, তার আছে অন্য কোনো ধীর বিবেচনা।
তাই সে এড়িয়ে যায়— কোম্পানীর সীমানা ঘেঁষে না।
জানি না, কি ভাবে
বাস্তবে সম্ভব হবে আমাদের সংগে যুদ্ধে তাকে টেনে আনা।

মরিস। এই তবে আমাদের নতুন আস্তানা?— পাটগ্রাম।

লেফটেন্যান্ট। না, মোগলহাট। এখানে বিচ্ছিন্নভাবে
কিছু সৈন্য, প্রধানত পশ্চিম দেশীয়।
তার আগে জায়গাটা ভালো করে দেখা দরকার।
চলুন, এগোই।

ওরা চলে যায়।

দশম দৃশ্য

শূন্য মঞ্চ। বহুদূর থেকে যুদ্ধের ঢাক দ্রিমি দ্রিমি বাজে। কিছুক্ষণ পরে বিপরীত দিক থেকে আসে আব্বাস ও আম্বিয়া। হঠাৎ তারা মুখোমুখি হয়ে যায়।

আববাস। ভাবী, কোনঠে যান? কোনঠে যান?

আম্বিয়া। ভাইজান,
তোমার তলাশে।

আব্বাস। কারো মারফতে
স্মরণ করিলে মুঁই আসি যাঁও নগদে নগদে।
একেলা না বির হন জংগলে নিশীথে, ভাবী।

আম্বিয়া। বির হঁও, না হয়া পারাঁ না। ঘোর চিন্তা আসে চাপি
অন্তরে পরানে।
ভাইজান, নারীর অন্তর জানে
অন্তরে কি হয় তার জংগে যদি যায় পতিধন।
ইয়ার চেয়ে যে শাস্তি নিজের মরণ।
সর্বখন কি হয় কি হয় করে অন্তর যখন,
আসিলে মরণ— অন্তত সধবা নারী
সধবায় থাকি, ফিরি
যায় ভাগ্যবতী মাটির কবরে।

আব্বাস। হয়, হয়।
হামার দ্যাশেতে এই এক চিহ্ন হয়—
সতী বড় পূণ্যবতী
যদি তাঁই মটির সংসারে, মাটির উপরে
দৃষ্টি না রাখিয়া রাখে দৃষ্টি মাটির ভিতরে।

আম্বিয়া। না হাসেন, ভাইজান।
কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওঠে মোর এ পরান।
থাকিয়া থাকিয়া ওঠে ছনমন-কুরি।
ছয় দিন ধরি
ঘরে তাঁই আসে নাই,
ছয়দিন, কোনোদিন এত লম্বা থাকে নাই
ময়দানে, বাহিরে বাহিরে, ভাইজান।
উচাটন হয়া করোঁ তোমার সন্ধান।

আব্বাস। ডিমলার দিকে কিছু গণ্ডগোল। ডিমলার জমিদার
মোহন চৌধুরী নিজে সেনাপতি সাজিয়া এবার

তার এলাকার
বেদখল গ্রাম গঞ্জ করিবে উদ্ধার।
অনেক মানুষ ধরি আগায় চৌধুরী।
জয় যদি হয় তার, তবে আছে আর আর যত চৌধুরী,
মনোতে সাহস ফিরি পাইবে আাবর।
সুতরাং পয়লায় চৌধুরীকে ঝাড়ে বংশে নাশকরিবার
দরকার, দরকার
বুঝি সর্বশক্তি ধরিয়া নূরলদীন ডিমলার
দিকে যায়, ছয়দিন আগে।
বৃক্ষ যদি বড় হয়, শিকড় তুলিতে তার সময় তো লাগে?
বোঝেন নিশ্চয়।

আম্বিয়া। ভাইজান, তোমরাও যদি তার সংগ ধরি গেইলেন হয়,
মোর তবে এত চিন্তা হইলে না হয়।
না গেলেন ক্যানে? ভাই, সংগে থাকিয়াও
সংগ না ধরিয়া তার, পাছে থাকি ক্যানে তাকে কন— যাও যাও।

আব্বাস। ভাবীজান,
হামার এ হাত পাঁও
এই স্থঅনে যদিও বা রয়,
হামার এ জান
নূরলদীনের সাথে ডিমলার ময়দানে হয়।
যদি কন, হাত পাঁও ক্রানে বা এ ঠাঁয়?
হাতে অস্ত্র ধরি ক্যানে পাঁও চলি না যান সে ঠাঁয়?
ক্যানে এই স্থানে?
জবাব নূরলদীন অন্তরেতে জানে।
তার কাছে নিবেন শুনিয়া।

আম্বিযা। মুঁই নারী, ঘরের বাহিরে নাই কিছু মোর, ঘরোই দুনিয়া।
জংগ, যুদ্ধ,রাজনীতি না চাঁও বুঝিতে মুঁই না চাঁও জানিতে—
দেখিবার চাঁও— ছিমছাম পানসী নাও ভাসিয়া পানিতে,
কি করি ভাসিয়া আছে,
কি করি পানসীখান কাঁই গড়িয়াছে,
নারীর বিষয় নয়, ভাইজান—

আব্বাস। তারে জন্যে পতিধন আছে।

আব্বাসের হাসি দেখে আম্বিয়ার অভিমান হয়।

আম্বিয়া। তোমার রসিয়া কথা। তোমার ফাৎরামি খালি সকলসময়।
বড় ফাৎরা।
যান দেবরা বলিয়া মাফ করিনু এ যাত্রা।—
গুনি গুনি ছয় দিন হয়।
তোমরা কি জানিবেন, মোর এ অন্তর জানে, অন্তরে কি হয়।
কেমন বা আছে তাঁই? জখম কি হয়?
ওরে আল্লাতালা মোর, অভাগিনী আম্বিয়ার
কপাল হইবে কি আর
তাকে বসি পাংখা করিবার?
মিছরি গুলি শরবত দিবার?
জংগ হতে ফিরিয়া আবার
আর কি আনিয়া দিবে আম্বিয়ার সিঁথির বাহার?

আম্বিয়া ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। আব্বাস বিব্রত হয়ে পড়ে।

আব্বাস। ভাবী, ভাবীজান,
ঘরে যান, আহ, ঘরে যান।
ছী—ছি, কান্দিয়া যে তামাম ভাসান।

আম্বিয়া তবু থামে না। আব্বাস তখন সরে এসে আপন মনে বলে।

আব্বাস। কন তবে, আব্বাস মণ্ডল।
এইবার? কন, উচিত কি হয?
নারী ভাবিয়া পাগল,
নারী কান্দিয়া পাগল।
জংগে জয় পরাজয় কার যে কখন হয় কাঁই কয়?
জানিয়া বুঝিয়া তবে নারীকে দিবেন, বাহে, মিছাও অভয়?
বিশেষ, উচিত কথা আজীবন সকল সময়
কইছেন সবাকে, আব্বাস। হারে, আব্বাস মণ্ডল।
এ যে বড় গণ্ডগোল।
উপায়, উপায়?—
হয়, হয়, লোকে কয়, নারীর চোখের পানি মুক্তা হয়।
তবে সে মুক্তার কোনো অপচয় না করা সঙ্গত হয়।
সে ক্ষেত্রে নারীকেবুঝি মিছা কথা কিছু কওয়া যায়।
দোষ উয়াতে না হয়।

আব্বাস আম্বিয়ার দিকে উজ্জ্বল চোখে ঘুরে তাকায়।

আব্বাস। ভাবীজান, শান্ত হন, কান্দি না ভাসান।

মুছিয়া চোখের পানি ঘরে ফিরি যান।
হামার পাগল ভাবী, ডিমলার মোহন চৌধুরী
উয়ার কি জারিজুরি
পারি ওঠে নূরলের সাথে?
এতখনে কোপ তাঁই মারিছে কল্লাতে।
(বেশী কয়া ফেলিনুঁ কি?)
হারে, হয় হয়,
দুই ভাগ হয়া গেইছে মোহনের কল্লা আর ধড়।
এবার ভাঙিয়া গুঁড়া করিবে সে জমিদার বাড়ির পাথর।
ভিটায় বুনিয়া দিবে সইর্ষা অড়হড়।
(বেশী হয়া গেইল কি?)
মোছেন চোখের পানি, পৌঁছি দেই ঘর।

আম্বিয়াকে নিয়ে আব্বাস অগ্রসর হয়। চক্রাকারে মঞ্চ প্রদক্ষিণ করতে করতে বলে।

আব্বাস। হারে, নূরলদীনের লাল নিশান উড়ায়
কিষানেরা ঘরে ঘরে, ডিমলায়, কাকিনায়, টেপায়, পাংশায়,
আর তার পরিবার কান্দিয়া ভাসায়?
দেখিতে না পায়,
হারে, ঐ দূরে দেখা যায় মোর ভাবীজান
তোমার যে পতিধন, হামার যে দোস্ত, সেই দোস্তের নিশান।
অবিলম্বে আসিবে সে; হয়, ভাবীজান।
ঘরে যান।
এলায় আসিবে তাঁই, কত কি আনিবে তাঁই,
সিঁথির বাহার ক্যানে, দুনিয়ায় আর কিছু নাই?
তোমার সকল শখ দিবে সে পুরাই।
হয়, হয়, হয় ভাবীজান।

আব্বাস বিদায় নেয়। আম্বিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর চক্রাকারে ধীরে প্রদক্ষিণ করতে থাকে মঞ্চ। আলো পরিবর্তিত হয়।
আম্বিয়া প্রথমে গুনগুন করে কিছুক্ষণ। তারপর গান গেয়ে ওঠে।

আম্বিয়া। মোর পতিধন জংগোতে যায় ডিমলা শহরে,
মুঁই নারী হে একায় একা নিশীথ পহরে।
কোন কালে সে আসিবে আর বিজয় করিয়া?
চোখ ফাটিয়া পড়ে পানি টুপুস করিয়া—
ওকি টাপলাস কি টুপলুস করিয়া।
ডিমলাতেহে আছে রাজা গৌরমোহন চৌধুরী,
কিষান কারিগরের গলায় মারিল তাঁই ছুরি,
বাড়ি নিল নারী নিল গস্ত করিয়া।
উয়ার গলা কাটিম এলা ঘচাং করিয়া—
ওকি ঘেচ্চাং কি ঘচ্চং করিয়া।
রাজার বাড়ি শ্বাড়ি রাজায় গড়িছে।
কিষান সেনা আশেপাশে গত্তো করিছে।
গত্তো করি আগুন দিল বারুদ ঠাসিয়া,
ধ্বসিয়া পড়ে রাজার বাড়ি হিড়িম করিয়া—
ওকি হিড়িরিম কি হাড়ারাম করিয়া
কিষান সেনা ডিমলাতেহে নিশান উড়াইছে,
মোর পতিধন আসেন ফিরি জংগ ফুরাইছে।
আসিলেন কি বসিলেন কি উজাল করিয়া,
পাংখা ধরি বাতাস কঁরো ক্যারোৎ করিয়া—
ওকি ক্যারোতে কি কোর‍্যোত করিয়া।

ওপরে স্তবকের মাঝখানে নূরলদীন এসে যায়। রণক্লান্ত বিজয়ী নূরলদীন স্ত্রীর আদর উপভোগ করে। তবে পরবর্তী স্তবক দুটি চলাকালে নূরলদীনের মুখভাব কঠিন হয়ে যেতে থাকবে।

আম্বিয়া। সুস্থ হয়া বসেন পতি বসনু বগোলেতে,
হাউস করি কি আনিয়া দিবেন হাতোতে হে?
হাউস করে বেড়াই বাড়ি ঘুরি ফিরিয়া,
রুপার ঝাড়ু পাঁয়ে দিয়া ঝমর করিয়া—
ওকি ঝমমর কি ঝুমমুর করিয়া।
জংগ জিতি মোর পতিধন আসিল হে বাড়ি।
সেই খুশিতে পিন্ধিনু হয় আগুনপাটের শাড়ি।
আগুনপাটের শাড়ি কবে দিবেন আনিয়া?
আশপাড়শীর বাড়ি যামো গুমর করিয়া—
ওকি গুমমর কি গুমমার করিয়া।

খুব ঠাণ্ডা গলায় নূরলদীন এবার স্ত্রীকে বলে।

নূরলদীন। গুমর করিয়া?
আম্বিয়া। হয়।

নূলনদীন। হাউস করিয়া/
আম্বিয়া। হয়, হয়।
নূরলদীন। আগুনপাটের শাড়ি?
রেশমের সুতা দিয়া বানায় যে শাড়ি?
আম্বিয়া। হয়, হয়।
একখান আগুনপাটের শাড়ি। আর কিছু নয়।
হঠাৎ নূরলদীন চিৎকার করে ওঠে।
নূরলদীন। আগুন, আগুন
আগুন শাড়িতে নয়, প্যাটোতে প্যাটোতে।
আগু, আগুন জ্বলে, এই ঠাঁই, হামার প্যাটোতে,
কিষানের সন্তানের প্যাটের ভিতরে।
আর ঐ আগুনপাটের শাড়ি বোনে যাঁই,
উদাম, উদাম তাঁই,
এক সুতা বস্ত্র নাই কঙ্কাল গতরে।
আগুনপাটের শাড়ি কাড়ি নেয় কোম্পানী কুঠিতে,
আগুনপাটের শাড়ি জ্বলি ওঠে তাঁতীর প্যাটোতে।
আগুনপাটের শাড়ি দাউ দাউ করি জ্বলে সারা বাংলাদেশে।
বসি দ্যাখ মনের হাউসে।
বসি বসি দ্যাখ, আম্বিয়া।
নূরলদীন ক্রোধে চলে যায়।
আম্বিয়া। পাঁও দরো, পাঁও ধরো, না যান চলিয়া।
আম্বিয়া নূরলদীনের পেছনে দৌড়ে চলে যায়।

একাদশ দৃশ্য

লিসবেথ আগে আগে আসে। পেছনে পেছনে গুডল্যাড।
গুডল্যাড। না, লিসবেথ, না। ভুল বুঝবে না। আমি
কাউকেই অভিযুক্ত করছি না। না মরিস, না ম্যাকডোনাল্ড,
না তোমাকে। একেদা আমিও কিন্তু তরুণ ছিলাম।
রুণের মতিগতি বুঝি না তা নয়।
তারুণ্যের স্বভাব অবশ্য
প্রৌঢ় যে তরুণ ছিল, কল্পনাও করতে পারে না।
যখন সে নিজেই প্রৌঢ় হয়,
তরুণের দিকে তার দৃষ্টিপাত করে
এই প্রশ্ন জাগে,
কোনোদিন আমিও যে তরুণ ছিলাম,
এ তরুণ বিশ্বাস করবে?
যাই হোক। আমি কাউকেই অভিযুক্ত করছি না।
তবে—
লিসবেথ। তবে?
গুডল্যাড। তবে—
লিসবেথ। আমি অপেক্ষা করছিএব?
গুডল্যাড। নিতান্ত কর্তব্যবোধে কর্তব্যানুরোধে
গুটিকয় বাক্য আজ উচ্চারণ করতেই হচ্ছে।
আমি আশা করব যে বিস্মৃত হবে না,
লেফটেন্যান্ট ম্যাকডোনাল্ড এবং মিস্টার মরিস,
দু'জনেই উষ্ণরক্তসম্পন্ন তরুণ,
অপিচ, অবিবাহিত। এবং বস্তুতপক্ষে—
লিসবেথ। শংকা হয়, আপনাকে পছন্দ করি না,
যখন কঠিন শব্দ ব্যবহার করেন কথায়।
গুডল্যাড। দু'একটি শব্দ যদি কঠিন হয়েই যায়, তবে
সেটা পাণ্ডিত্য অর্থাৎ বাহাদরি দেখাবার জন্যে নয়, সেটা—
ব্যাপারটা কিঞ্চিৎ— অর্থাৎ—
কি বলে— একটুখানি কঠিন বলেই।
লিসবেথ। মোটেই কঠিন নয়,দু'জনই ভালো বন্ধু এটা
এত বেশি জটিল বিষয় নয়
যে এ নিয়ে এত কিছু ভাববার আছে।
গুডল্যাড। আছে, লিসবেথ, আছে। আর সে জন্যেই আসা।
লিসবেথ। আর এমন সময়ে, যখন আমার স্বামী মফঃস্বলে।
গুডল্যাড। তাই।
তবে, অন্য কোনো সুযোগের খোঁজে নয়।
লিসবেথ। স্বামী যাতে আহত না হয়,
আমাকে একান্তে কিছু উপদেশ দিতে,
যেন আমি মহামান্য কোম্পানীর
'উষ্ণরক্তসম্পন্ন তরুণদের এমন প্রশ্রয় কিছু না দিই আবার
যাতে তারা ভুল বোঝে—

গুডল্যাড। —কিংবা তিক্ততার সৃষ্টি হয়।
লিসবেথ। তিক্ততা? আমি তো জানতাম,
তারা দু'জনেই সুখী ও সন্তুষ্ট বেশ।
গুডল্যাড। হতে পারে তোমার বন্ধুত্বে।
কোম্পানীর কর্তব্য সাধনে?
লিসবেথ। সমভাবে সুখী ও সন্তুষ্ট—
এবং অনুপ্রাণিত। নয়?
গুডল্যাড। লিসবেথ, শিশু নও, বালিকাও নও,
সুন্দরী বটে তুমি, আর— এটা প্রশংসা করছি—
মহিলার করোটিতে পুরুষের মস্তিষ্ক তোমার।
লিসবেথ। ধরে নিচ্ছি, প্রশংসাই এটা। তারপর?
গুডল্যাড। কোম্পানীর সমস্যা অনেক। রংগপুরে তার মধ্যে
দস্যুদল দমন করাটা এক প্রধান বিষয়, তুমি অবশ্যই জানো।
মরিস, ম্যাকডোনাল্ড, দু'জনই এ কনি দায়িত্বে নিযুক্ত।
পরস্পর ঈর্ষান্বিত করাটা কি উচিত তোমার?
লিসবেথ। কেউ নালিশ করেছে? মরিস? ম্যাকডোনাল্ড?
গুডল্যাড। দু'জনের কেউ নয়।
লিসবেথ। অন্য কেউ?
গুডল্যাড। টমসন? না, না।
লিসবেথ। সে আমাকে ভালো করে জানে। তার কথা ভাবছি না। অন্য কেউ?
গুডল্যাড। না। আমার অনুমান মাত্র। কিছু হয়ত প্রত্যক্ষ কিংবা তাও নয়।— নিতান্তই অনুমান।
লিসবেথ। আমিও ভাবছিলাম।— আমি আবার বরছি, দু'জনেই বন্ধু। আমার পুরনো বন্ধু একজন, অন্যজন মাত্র কয় মাস। অনুমান, অনুমান, তাতেই উদ্বেগ? এতটা উদ্বিগ্ন?
গুডল্যাড। উদ্বিগ্ন হতেই হয়, লিসবেথ, যদি উদ্বেগটা এ রকম হয় যে, দস্যুদের ছেড়ে
মরনীয় কোনো এক কল্পনার পেছনে পেছনে
কোম্পানীর দু'জন সুদক্ষ যুবা
পরস্পর প্রতিযোগীতা করছে।
লিসবেথ। মিস্টার গুডল্যাড।
গুডল্যাড। দস্যুদের দমন করতে
এখন পর্যন্ত ব্যর্থ তারা দু'জনেই।
উদ্বিগ্ন হতেই হয়, লিসবেথ,
তুমিও তো কোম্পানীর বৃত্তেরই ভেতরে,
অহেতুক হৃদয় চাঞ্চল্যে
ক্ষতি হয় আর কারো য়,
কোম্পানীর, কোম্পানীরই বটে।
বয়সে তোমার আমি পিতৃতুল্য, আর
আমার কন্যাও
এতদিনে এত বড় হয়েছে নিশ্চয়।
কিন্তু ইণ্ডিয়ায়
কোমলতা আমাদের নয়,
আমাদের জন্যে নয়, ঈশ্বরের দাস যারা
ঈশ্বরবর্জিত এই সুদূর প্রবাসে।
তাই, পিতৃতুল্য বলে নয়, লিসবেথ,
ইণ্ডয়ায়
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বহাদূর, সুবে বাংগালার
দেওয়ান এ সম্মানিত কোম্পনীর একজন কর্মচারী, তথা
রংগপুরে কোম্পানীর উচ্চতম প্রতিনিধি হিসেবে বলছি,
লিসবেথ, এ জাতীয় হৃদয় চাঞ্চল্যে
কোম্পানীরই ক্ষতি হয়, আর কারো নয়।
এবং, হ্যাঁ, লিসবেথ, তুমি
কোম্পানীর ওপরে এক অশুভ প্রভাব,
দুস্ট, মন্দ, ক্ষতিকর, সর্ব অংশে অবাঞ্ছিত বটে।
লিসবেথ। তাহলে শুনুন,
মহামান্য কোম্পানীর সম্মানিত কালেকটর বাহাদুর, শুনুন তাহলে।
ঈশ্বরের অনন্ত কৃপায়,
যিশুর দয়ায়,
যেদিন এ ইণ্ডিয়ায় আমাদের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হবে,
আমি জানি এক দিন হবে,
যেদিন এ ইণ্ডিয়ায় দিকে দিকে বৃটেনের পতাকা উড়বে,
আমি জানি একদিন উড়বে উড়বে,
যেদি এ ইণ্ডিয়ায় কোম্পানীর মনোগ্রাম স্মৃতিমাত্র হবে,
যেদিন এ ইণ্ডিয়ায় আমাদের প্রথম দিবসগুলো স্বপ্ন মনে হবে,
স্বপ্ন বলে মনে হবে কোম্পানীর এই সংঘ, এই যুদ্ধ, কস্টসাধ্য এই

দিনগুলো,
যেদিন এ ইণ্ডিয়ায় বৃটেনের রাজদণ্ডধারী রাজপুরুষের কাছে
এই সব রূপকথা বলে মনে হবে,
যেদিন, যেদিন ইণ্ডিয়ায়
মশা, মাছি, জ্বর কিংবা আমাশয় নয়,
স্বাস্থ্য, মেদ আর ত্বক উজ্জ্বল গোলাপি,
গ্রীষ্মে পাখা, সোরাহির জল, শৈলাবাস, শিকার, বিশ্রাম, ল্যাণ্ডো,
মশারচি—খানসামা—নৌকর—গোলামসেবিত এ ইণ্ডিয়াকে
অদূর যে ভবিষ্যতে, যেদিন যেদিন
ভূতলে অতুল স্বর্গ বলে মনে হবে আমাদের,
সেদিন স্বদেশে,
আর্কাইভ, লাইব্রেরী, ইণ্ডিয়া হাউসে,
আমি জা‍ি কোনো গবেষক
কোম্পনীর ডেসপাচ, রিপোর্ট, মেমোস সব পাশে ফেলে রেখে
সন্ধান করবে কিছু ব্যক্তিগত চিঠি, দিনপঞ্জী—
কার?
সেইসব মহিলার
যারা এই ঈশ্বর বর্জিত দেশে
আর কিছু নয় শুধু ঈশ্বর নির্ভর করে
একদিন এসেছিল পিতামাতা ছেড়ে,
বধু হয়ে, প্রিয়া হয়ে, এসেছিল একা শ্বেতাংগিনী—
একমাত্র পরিচিত পুষ্প রূপে কোম্পানীর যুবাদের কুঠিতে তাঁবুতে।
এই শ্বেতাংগিনী
রাজনীতি কূটনীতি নয়, তারো চেয়ে গুরুতর
কর্তব্য সাধনে রত ছিল এই ইণ্ডিয়ায়,
এই সব শ্বেতাংগিনী ইণ্ডিয়ায় এসে
কোম্পানীর যুবাদের উদ্দার করেছে
কটুগন্ধী কৃষ্ণকায়া রমণীর আলিঙ্গন থেকে।
কোম্পানীর মহামান্য কালেকটর, এইসব মহিলা না এলে
প্রবাস স্বদেশ হয়ে যেত আপনার, আপনার মতো শত
কোম্পানীর কর্মচারী প্রবাসীর কাছে।
এরা না থাকলে, এই মহিলারা,
আপনারা কবেই অভ্যস্ত হয়ে যেতেন বেঙ্গলে
সেই জব চার্নকের মতো
অম্বুরি তামাক আর ব্ল্যাক জেনানায়।
আপনারা ইন্ডিয়ান হয়ে যেতেন কবেই
যদি এই শ্বেতাংগিনী মহিরারা, যদি াামি, আমি
স্বদেশের মাটি ছেড়ে, অজানার হাত ধরে, একদিন জাহাজে না উঠতাম।
তাই,
ইতিহাস রচয়িতা সেদিন লিখবে,
আমরা, আমরা, ইণ্ডিয়ায় প্রবাসিনী শ্বেতাংগিনী
এ আমরাই আসলে
সাম্রাজ্যের ভিত্তিমূলে,
আমাদেরই দেহ ও আত্মার পরে নির্মিত এ রাজ্যপাট—
আপনাদের খ্যাতির আড়ালে।
আমরা না এলে ইণ্ডিয়ায়
ইংরেজ মোগল হতো,
হুঁকো টেনে, পালকী চড়ে, গোধূলি বর্ণের পুত্র জন্ম দিয়ে দিয়ে
ইণ্ডিয়ান হতো, তাই ইণ্ডিয়ান এম্পায়ার হতো না।
একদিন ইতিহাস আবিষ্কার করবে এ কথা,
ইতিহাস লিখবে এ কথা—
আপনার উদ্বেগ বা দুনীতির অনুমতি ইতিহাস সেদিন নেবে না—
এ ভাবে সময় নষ্ট না করে বরং
বিদ্রোহ নির্মুল করে ইতিহাস রচনা করুন,
নুরলদীনের বুকে আঘাত হানুন।

গুডল্যাড। অবিলম্বে, অবিলম্বে।

তারপর মুখ দিয়ে দমকা দীর্ঘশ্বাস ঠেলে গুডল্যাড বলে।

গুডল্যাড। কিঞ্চিৎ ব্যাণ্ডির জন্যে তৃষ্ণাবোধ হচ্ছে, লিসবেথ।

লিসবেথ। অবিলম্বে।— ভেতরে আসুন।

লিসবেথ ভেতরের উদ্দেশ্যে চলে যায়। তাকে অনুসরণ করতে গিয়েও কয়েক পা গিয়ে, থেমে, গুডল্যাড আপন মনে বলে।

গুডল্যাড। আমি অনেক ভেবেছি, বঙ্গদেশে বিভিন্ন কুঠিতে,
নিমন্ত্রণ রক্ষা করে ফেরবার পথে,
অনেক ভেবেছি আমি প্রায় ভেবে থাকি—
এমনও কি হতে পারে— ইস্পাতের পাখি?

গুডল্যাড চলে যায়।

দ্বাদশ দৃশ্য

শূন্য মঞ্চ। একটানা গুরগুর ঢাক বেজে ওঠে। ক্রমে মনে হয়, শত শত লোক এগিয়ে আসছে। তাদের ধ্বনি।

ধ্বনি। মুক্তি চাই মক্তি চাই রক্ষা চাই রক্ষা চাই।

দেওয়ান দয়াশীল দ্রুত আসে। রোদের জন্য চোখ আড়াল করে দূরে সে লক্ষ্য করতে থাকে।

ধ্বনি। ইংরাজ হতে মুক্তি চাই
দেবী সিং হতে রক্ষা চাই
রক্ষা চাই মুক্তি চাই।

দয়াশীল। কাঁই তোমরা কাঁই?
কোথা হতে আসেন তোমরা?
যাইবেন কোন ঠাঁই?

ধ্বনি। বহুত দূর থেকিয়া ভাই।
দিনাজপুর হতে— দিনাজপুর।
আসিলোম এই দ্যাশে
নবাব নূরলদীনের সাথে যোগ দিবার উদ্দেশে।

দযাশীল। নবব? নবাব তো নয় তাঁই।

ধ্বনি। মুক্তি দিবে নরলদীন
রক্ষা দিবে নূরলদীন।
তারায় হামার নবাব হামার নবাব নূরলদীন।
জয় নবাব নূরলদীন।

অন্যদিক থেকে নতুন ধ্বনি ওঠে। দয়াশীল সে দিকে এবার ফিরে তাকায়।

ধ্বনি। অন্ন চাই অন্ন চাই বস্ত্র চাই বস্ত্র চাই।

দয়াশীল। কাঁই তোমরা কাঁই?

ধ্বনি। ক্ষুধার প্যাটে অন্ন চাই
উদাম দেহে বস্ত্র চাই
অন্ন চাই বস্ত্র চাই।

দয়াশীল। কোথা হতে আসেন তোমরা? যাইবেন কোন ঠাঁই?

ধ্বনি। বহুত দূর খেকিয়া ভাই।
কুচবিহার হতে—কুচবিহার।
আসিলোম এই দ্যাশে
নবাব নূরলদীনের সাথে যোগ দিবার উদ্দেশে।

দয়াশীল। তাঁই নবাব নয়।

ধ্বনি। অন্ন দিবে নূরলদীন
বস্ত্র দিবে নূরলদীন
তারায় হামার নবাব হামার নবাব নূরলদীন।
জয় নবাব নূরলদীন।

দয়াশীল। নবাব নয় নবাব নয় তোমার মতো মানুষ
তাঁই তোমার মতো মানুষ
তাঁই হামার মতো মানুষ
নবাব নয় নূরলদীন
তাঁই সবার মতো মানুষ।

ধ্বনি। মানুষ মানুষ দ্যাখো মানুষ চতুর্দিকে মানুষ
একো সাথে বলিয়া ওঠে মানুষ—

চারদিক থেকে এবার আওয়াজ ওঠে।

ধ্বনি। জয় নবাব নূরলদীন
জয় নবাব নূরলদীন
জয় নবাব নূরলদীন।

দয়াশীল ক্ষুন্ন মনে মাথা নেড়ে চলে যায়।

ত্রয়োদশ দৃশ্য

শূন্য মঞ্চের ওপর পূর্ণিমার আলো এসে পড়ে। চারদিকে আবার ধ্বনি ওঠে।

ধ্বনি। মুক্তি দিবে নূরলদীন
জয় নবাব নূরলদীন
অন্ন দিবে নূরলদীন
জয় নবাব নূরলদীন
জয় নবাব নূরলদীন
জয় নবাব নূরলদীন।

ধ্বনি চলাকালে ধীর পায়ে আসে নূরলদীন। অত্যন্ত গভীর, ক্রুদ্ধ, হতাশ। পেছনে স্মিত মুখে আসে আব্বাস। নূরলদীন মঞ্চের কেন্দ্রে এসে স্থির হয়, বুকের ওপর আড়াআড়ি হাত বেঁধে নত চিবুকে সে দাঁড়িয়ে থকে। ধ্বনি মিলিয়ে যায়। আব্বাস নূরলদীনের পেছন থেকে একটু আড় চোখে তাকিয়ে, সহাস্য অভিব্যক্তি এবং ব্যঙ্গ নিয়ে বলে।

আব্বাস। এইবার?— নবাব নূরলদীন?
রংপুর, দিনাজপুর, কুচবিহার—
সমুদয় রাজত্ব তোমার।

নূরলদীন অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

আব্বাস। নবাব নূরলদীন—ছন্দ মিলি যায়,
কানে মিষ্টি মধু ঢালি যায়।

নূরলদীন দুঃসহ যন্ত্রণায় চোখ বুঁজে আকাশের দিকে মুখ তুলে ধরে।

আব্বাস। যায়
বদলি যায়
দিন বদলি যায়
কাল বদলি যায়
ঐ চান বদলি যায়
ঐ ম্যাঘ বদলি যায়
তিস্তার ধারা বদলি যায়
ঘাসের উপর দিয়া মানুষর হাঁটিবার চিহ্ন বদলি যায়।
মানুষও বদলি যায়
মানুষের চিন্তা বদলি যায়।

আব্বাস এতক্ষণ নূরদীনকে প্রদক্ষিণ করতে করতে লঘু কণ্ঠে উচ্চারণ করছিল, এবার হঠাৎ সে নূরলদীনকে দু'হতে ধরে চিৎকার করে বলে ওঠে।

আব্বাস। কইছিলোম কিনা? কইছিলোম?
রব নাই? নাই কি স্মরণ?
রাজসিংহাসন?

আচমকা নূরলদীন আব্বাসের টুটি টিপে ধরে।

নূরলদীন। আব্বাস।— আব্বাস।
এই তোর টুটি চিপি ধরিলাম।
য্যান আর কোনোকালে কোনো কথা তুই উচ্চারণ
না করিতে পারিস, আব্বাস।

নিজেকে আচিরে ছাড়িয়ে নেয় আব্বাস।

আব্বাস। হয়, হয়।
টুটি যদি চিপি ধরিবার হয়, কেনে তা হামার?
বাহিরে মানুষ হয়,
যাও, যায়া টুঁটি চিপি ধরো তার,
উয়াকে ঝাঁকাও, বাহে, উয়াকে চিপাও।
যাও।
ফির তাকায় আবার?

হঠাৎ নূরলদীন আব্বাসকে জড়িয়ে ধরে বাস্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলে।

নূরলদীন। তোরে কি কথায় সত্য? মানুষ এলাও মোটে তৈয়ার নোয়ায়?
আব্বাস, আব্বাস, মুই নবাব না হবার চাঁও।
সিংহাসন না চাঁও।
মুঁই চাঁও, কি চাঁও?
মুঁই দেখিবার চাঁও, এই দেখিবার চাঁও,
আল্লা যদি আয়ু দেয়, ততদিন যদি মুঁই বাচোঁ,
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ—

বলতে বলতে নূরলদীন আব্বাসকে ছেড়ে মাটিতে ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে প্রার্থনার ভঙ্গীতে। দু'হাত আকাশের দিকে তুলে ধরে প্রসারিত করে। দৃষ্টি তার ওপারের দিকে। তার এই বসে পড়বার মুহূর্ত থেকে আলো গুটিয়ে এসে কেবল তার ওপর থাকবে।

নূরলদীন। দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
সবার অন্তরে মোর অন্তরের অগ্নি জ্বলিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
সবার অগ্নিতে সব সিংহাসনে অগ্নি ধরিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
মানুষ মানুষ বলি মানুষের কাছে আসিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
আবার নদীর পানি খলখল করি উঠিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
আবার বাংলার বুকে জোয়ারের পলি পড়িতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
আবার নাঙল ঠেলি মাঠে চাষী বীজ বুনিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
নবান্নের পিঠার সুঘ্রাণে দ্যাশ ভরি উঠিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
হামার গাভীন গাই অবিরাম দুধ ঢালিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
মানুষ নির্ভয় হাতে আঙিনায় ঘর তুলিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
নিশীথে কোমল স্বপ্ন মানুষের চোখে নামিতেছে।

দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
শতশত শিমুলের ডালে লাল ফুল ধরিতেছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
হামার পুত্রের হাতে ভবিষ্যত আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
হামার কন্যার চোখে সুস্বপন আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
হামার কন্যার চোখে সুস্বপন আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
হামার ভাইয়ের মুখে ভাই ডাক আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
হামার ভগ্নীর ঘর নিরাপদ আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
ঘরে ঘরে মোর ভগ্নী আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
ঘরে ঘরে মোর ভাই আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
পুত্র আছে, আছে।
দেখিবার অপেক্ষায় আছোঁ,
কন্যা আছে, আছে।
সুখে দুঃখে অন্নপানে সকলেই একসাথে আছে।
সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশে আছে।
সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশে আছে।
সোনার বাংলার সোনা বাংলাদেশে আছে।

শেষ পংক্তি বারবার বলবার সময়ে নূরলদীনের চোখে অশ্রুর বদলে অগ্নি দেখা দেয়। ওঠানো দু'হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে আসে এবং সে উঠে দাঁড়ায়। আলো প্রসারিত হয়ে আব্বাসকে আবার দৃশ্যমা করে। নূরলদীন এখন প্রতিজ্ঞায় স্থির ও সংকল্পে অটল। সম্মোহিতের মতো সে উচ্চারণ করে।

নূরলদীন। আব্বাস।
আব্বাস। নূরল।
নূরলদীন। আক্রমন করিব মোগলহাট।
আব্বাস। কি?
নূরলদীন। আক্রমন করিব গোরার ঘাঁটি।

আব্বাস। নূরল?
নূরলদীন। আক্রমন করিব ইংরাজ— এই সিদ্ধান্ত হামার।
আব্বাস। হঠাৎ? এ অকস্মাৎ?
নূরলদীন। হয়, হয়।
আব্বাস। অথচসিদ্ধান্ত ছিল, গোরা নয়,
কারণ গোরার কামান বন্দুক আছে,
তাঁই কিছু নয়,
তারো চেয়ে বড় অস্ত্র আছে,
আছে তার হাতিয়ার—
মহাজন জমিদার।
গোরার কি শক্তি আছে।
যদি তার সংগে নাই থাকে এই দেশীয় শুয়ার?
নূরলদীন। হয়, হয়।
আব্বাস। তোমারে এ বুদ্ধি ছিল, ছির এ কৌশল,
ঝাড়ে বংশে ধ্বংস করো দালাল সকল,
যখন দালাল দ্যাশে না থাকিবে আর
বিদেশী নিজেই নিজে হইবে সে কালাপানি পার।
নূরলদীন। হয়, হয়।
আব্বাস। তবে? তবে ক্যানে এই যুক্তি অকস্মাৎ
নুরল?— নূরল?
নূরলদীন। আব্বাস, নিকটে আয়। হাত, তোর হাত।
আব্বাস। নিশ্চয়, পাগল।
বুদ্ধিনাশ হইছে তোমার।
মানুষ তৈয়ার করো, মানুষ তৈয়ার।
নূরলদীন। আব্বাস, ক্যানে রে দূর? কোনঠে তোর হাত?
আব্বাস। তবে কি নূরল এই আক্রমন করিবার যুক্তি এই নগদ বুঝিয়া
যে, যেহেতু দূরান্ত দূরান্ত হতে য্যান ঢল পাহাড়ী তিস্তার
হাজার হাজার জন লক্ষ লক্ষ সর্বহারা আসিছে ছুটিয়া,
গোপন না রাখা যায়, গোপন না রাখা যাইবে আর
জংগলের আস্তানা তোমার,
সুতরাং খোঁজ পায়া ইংরাজের আক্রমন করিবার আগোতে তোমার
জংগলের ডেরা ছাড়ি, জংগলের কৌশল ছাড়িয়া এবার
আক্রমন করা ভিন্ন আর পথ নাই?

নূরলদীন। আব্বাস, চুটিয়া আয়, তুই মোর ভাই।
একবার— একবার—
জানুতে হামার
এই ঠাঁই—
হাত দিয়া দ্যাখ, অগ্নি মোর ধরিয়া না রাখা যায়,
অন্তর ছাড়িয়া মোর অংগতে জড়ায়।
সর্বাংগে নামিয়া সূর্য অগ্নি ঢালি যায়,
ঝটাত শকুন পড়ি মাংস খুলি খায়,
কোন কালে, কত না অতীত কালে, সেই একদিন,
একদিন, একদিন,
দেখিল নূরলদীন—
পড়ি আছে, বাপ তো নোয়ায়,
মুখ দিয়া রক্ত উঠি বলদ পড়িয়া আছে মানুষ নোয়ায়।
উঠিল চিৎকার করি, একবার, নূরল তখন,
তখন নূরলদীন, শুনিল তখন,
তখন সে শুনিবার পায়
নিজেরও গরার স্বর বদলিয়া গেছে তার গরুর হাম্বায়।
আব্বাস, নিকটে আয়,
হামার মাথায়,
এ ঠাঁই, এ ঠাঁই, হাত দিয়া দ্যাখ একবার,
ফলার মতন শিঙ গজায়, গজায়।
হামার জানুতে দ্যাখ বলবান পেশী আসি যায়,
হামার শরীলে দ্যাখ শক্তির তরংগ লাফায়,
যায়, এই ছুটি যায়,
ডাক ভাংগি যায়,
পশু নয়, মানুষের কণ্ঠের ভাষায়—
'জাগো, বাহে, কোনঠে সবায়।'

নূরলদীনের শেষ পংক্তি দিগন্ত থেকে দিগন্তে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আলো বদলে যায়।

চতুর্দশ দৃশ্য

চারদিকে ঢাক, শিঙা ও কোলাহল। লালকোরাস, দয়াশীল সকলেই এসে যায়। কাতার বাঁধে। ব্যুহ রচনা করতে থাকে নূরলদীন।

আব্বাস। এরাও সময় আছে, ভাবি দ্যাখ, একবার নূরল।
নূরলদীন। পুন্নিমায় চান বড় হয় রে ধবল।
জননীর দুগ্ধের মতন তার দ্যাখোঁ রোশনাই।
ভাবিয়া কি দেখিব, আব্বাস, যদি মরোঁ, কোন দুঃখ নাই।
হামার মরণ হয়, জীবনের মরণ যে নাই।
এক এ নূরলদীন যদি চলি যায়,
হাজার নূরলদীন আসিবে বাংলায়।
এক এ নূরলদীন যদি মিশি যায়,
অযুত নূরলদীন য্যান আসি যায়,
নিযুত নূরলদীন য্যান বাঁচি রয়।
হয় হয় হয় হয়।
এ দ্যাশে হামার বাড়ি উত্তরে না আছে হিমালয়
উয়ার মতন খাড়া হয় য্যান মানুষেরা হয়।
এ দ্যাশে হামার বাড়ি দক্ষিনেতে বংঙ্গপসাগর,
উয়ার মতন গর্জি ওঠে য্যান মানুষের স্বর।
এ দ্যাশে হামার বাড়ি পূর্ব দিকে ব্রক্ষপুত্র আছে,
উয়ার মতন ফির মানুষের রক্ত য্যান নাচে।
এ দ্যাশে হামার বাড়ি পশ্চিমেতে পাহাড়িয়া মাটি,
উয়ার মতন শক্ত হয় য্যান মানুষের ঘাঁটি।
হয় হয় হয় হয়।
লালকোরাস। হয় হয় হয় হয়।
নূরলদীন। মাটিতে মিশিয়া যায় মাটির শরীর।
লালকোরাস। হয় হয়।
নূরলদীন। মাটি হতে জন্ম নেয় আবার শরীর।
লালকোরাস। হয় হয়।
নূরলদীন। আবার ফিরিয়া যায়, মাটি থাকি যায়।
লালকোরাস। হয় হয়।
নূরলদীন। মাটিতে সন্তান মোর উঠিয়া দাঁড়ায়।
লালকোরাস। হয় হয় হয় হয় হয় হয়
ঢাকের সংকেত বাদ্য হয় বুঝি হয়

মৈষের শিঙার ধ্বনি হয় বুঝি হয়
কাতার বান্ধার ডাক হয় বুঝি হয়
নূরলদীনের গলা হয় ফির হয়
হয় হয় হয় হয়
হয় হয় হয় হয়।

ইতোমধ্যে নূরলদীন আবার মৃতদেহে পরিণত হয়ে গেছে, নীলকোরাস দূরে দূরে এসে দাঁড়িয়েছে। নূরলদীনের লাশ ধীরে অপসারিত হয়ে যায়। নীলকোরাস অট্টহাসি করে ওঠে।

লালকোরাস। হাসে কাঁই? কাঁই হাসে প্যাঁচার মতন?
যদি কোনো মহাজন, অত্যাচারী হন,
যদি কোনো দালাল কি অপদল হন,
তবে লক্ষা নাই, বাহে, আজি শ্যাষ দিন,
তোমার মরণ কিম্বা হামার জীবন।
জয় নূরলদীন

লালকোরাস লাঠিসহ নীলকোরাসকে আক্রমন করে। কিছুক্ষণ পরে, কোনো জায়গায় লালের ওপর নীল বিজয়ী, কোনো জায়গায় নীলের ওপর লাল বিজয়ী, কোথাও লড়াই অমিমাংসিত, কোথাও কেবল শুরু— এই অবস্থায় আব্বাসের প্রথম দটি শব্দে সবাই স্থানু হয়ে যাবে।

আব্বাস। ধৈর্য সবে— ধৈর্য ধরি করো আন্দোলন।
লাগে না লাগুক, বাহে, এক দুই তিন কিংবা কয়েক জীবন।

হাত তোলা অবস্থাতেই আব্বাস স্থানু হয়ে যায়।

আলো একসঙ্গে নিভে যায়।

৯ই জানুয়ারী—১২ই মে ১৯৮২
মঞ্জুবাড়ি, গুলশান, ঢাকা।